সারথি শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী : শনিবার, ৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৫

সংগঠনকারিগণ

পরিচালনা—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

সুর—শ্রীদুর্গা সেন

নৃত্য—পিটার গোমেশ

স্তোত্র—শ্রীধীরেন দাস

আলোক সম্পাত—শ্রীকাশী পাল

রূপ-সজ্জা—শ্রীবাদল গাঙ্গুলী

মঞ্চ—শ্রীশিবু ঘোষ

শব্দক্ষেপন—শ্রীপ্রভাত হাজরা

স্মারক—শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য

ব্যবস্থাপনা—শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়

সহকারী ব্যবস্থাপনা—শ্রীমিলন দত্ত

প্রচার কার্য্য—শ্রীধীরেন মল্লিক

প্রেক্ষাগৃহ তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেনগুপ্ত

যন্ত্রীসঙ্ঘ—শ্রীরতন দাস, শ্রীকার্ত্তিক ঘোষ, শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যো-, পাধ্যায়, শ্রীশিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমিহির মিত্র, শ্রীবসন্ত দাস, শ্রীগোপেন্দ্র নারায়ণ।

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

পুরুষ

বলরাম—শ্রীশান্তি চক্রবর্ত্তী

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীসত্য পাঠক

সাত্যকী—শ্রীবলাই গরাই

প্রত্যুম্ন—শ্রীনীলরতন ভট্টাচার্য্য

শাম্ব—শ্রীফাল্গুণী ভট্টাচার্য্য

যুধিষ্ঠির—শ্রীরাজকুমার মল্লিক

ভীম—শ্রীপশুপতি রক্ষিত

অর্জ্জুন—শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

নকুল—শ্রীসরিৎ চট্টোপাধ্যায়

সহদেব—শ্রীসুধীর গাঙ্গুলি

অভিমন্যু—কুমারী মাধুরী মুখার্জ্জী

দুর্য্যোধন—শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃশাসন—শ্রীশিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকর্ণ—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শকুনি—শ্রীশিবকালি চট্টোপাধ্যায়

জয়দ্রথ—শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য

বিদুর—শ্রীভূপেন চৌধুরী

গর্গ—শ্রীরাধারমন পাল

দারুক—শ্রীসূর্য্য সেন
কৃতবর্ম্মা—শ্রীসুধীন মুখোপাধ্যায়
জরা—শ্রীতারক দাস
প্রতিহারী—শ্রীমদন ব্যানার্জ্জী
বৈতালিক—শ্রীচণ্ডীদাস মাল
যদুবালকগণ :—দ্বিজেন দাশগুপ্ত, ধীরেন সাহা, অমূল্য মিত্র, বিদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায়, অমিয় কর, মণীন্দ্র ঘোষ।

স্ত্রী

গান্ধারী—শ্রীমতী সুদীপ্তা রায়
দ্রৌপদী—শ্রীমতী গীতশ্রী দেবী
সুভদ্রা—শ্রীমতী ছন্দা দেবী
রোহিণী—শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরা—শ্রীমতী বেলা সরকার
নক্ষত্রকন্যাগণ :—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দাস, নমিতা ঘোষ, অনিন্দিতা দাশগুপ্তা, অনুরূপা চাটার্জ্জী, বীণা চক্রবর্ত্তী।

যদু বালকবালিকাগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলি সুতান
শুনি পশু পাখি শাখি কুল পুলকিত
কালিন্দি বহয়ে উজান ॥

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ
কামিনি মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগজন নয়ন আনন্দ।
তনু অনু লেপন ঘনসার চন্দন মৃগমদ কুমকুম পঙ্ক
অলি কুল চুম্বিত অবনবি লম্বিত
বনি বনমালবিটঙ্ক।
অতি কোমল চরণ তল শীতল জীতল শরদর বিন্দ।
কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত।
জয় জয় দেব গোবিন্দ ॥

সারথি শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দ্বারকার রাজপ্রাসাদ। শ্রীকৃষ্ণ সুসজ্জিত পালঙ্কোপরি শায়িত। শিয়রে স্বর্ণ সিংহাসন ও স্বর্ণভৃঙ্গারে জল, পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি রক্ষিত। যদুবালক ও যদুবালাগণ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিলেন। বন্দনা শেষে বলরামের প্রবেশ]

বলরাম। কৃষ্ণ। কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য বলদেব!
কহ আর্য্য কি তব বারতা?

বলরাম। কুরুক্ষেত্রে মহারণ হবে সুনিশ্চিত।
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ—
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবেনা পাণ্ডবে।
ভারতের কীর্ত্তিমান রাজন্যমণ্ডলী
কেহ কৌরবের, কেহ পাণ্ডবের হইতে সহায়
সমবেত ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মাঝে।
দুর্য্যোধন নিজে আসিয়াছে কৃষ্ণ,
আমাদের সাহায্য লইতে।

শ্রীকৃষ্ণ। আসিয়াছে নিজে দুর্য্যোধন?

বলরাম। হ্যাঁ ভাই, প্রিয় শিষ্য মোর

প্রথমে আমার পুরে ক'রেছে গমন।

শ্রীকৃষ্ণ। কী বলিলে তুমি দুর্য্যোধনে?

বলরাম। আমি বলিলাম—"কৌরব পাণ্ডব দোঁহে
আত্মীয় মোদের। যাদবের সমদৃষ্টি
উভয়ের প্রতি। তাই আসন্ন সমরে
আমি নিজে কোনো পক্ষে যোগ নাহি দিব।"
নিরপেক্ষ রবো আমি নিশ্চিত জানিয়া
অপেক্ষিছে দুর্য্যোধন কেশবের উত্তর আশায়।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার উত্তর! কহ আর্য্য,
কী কর্ত্তব্য মোর?

বলরাম। কী কর্ত্তব্য আমি ব'লে দেব'?
বেশ, শোনো তবে মম যুক্তি—
কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরা তোমারও হবেনা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ। ধরিবনা অস্ত্র দেব কুরুক্ষেত্র রণে;
কিন্তু—

বলরাম। কিন্তু?

শ্রীকৃষ্ণ। মনে পড়ে ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে
সুভদ্রার স্বয়ম্বরকালে
অর্জ্জুনে বলিয়াছিনু—"কৌরব-পাণ্ডবে যদি
হয় কভু সমর সূচনা—সেই যুদ্ধে
ফাল্গুনীর সারথ্য করিব আমি।"

বলরাম। ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ব'লেছো অর্জ্জুনে!
ভাল, এসেছে কি ধনঞ্জয় সারথ্য কারণ
তোমা বরণ করিতে?

শ্রীকৃষ্ণ।　আসে নাই, কিন্তু দেছে সমাচার—
অতি শীঘ্র আসিবে সে
আমন্ত্রণ করিতে আমারে।

বলরাম।　এখনও আসে নাই, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে
আসিবে অর্জ্জুন। কিন্তু কৃষ্ণ,
একান্ত আগ্রহ ল'য়ে—
দ্বারে তব সমাগত রাজা দুর্য্যোধন।
চিরদিন আর্য্যবংশে আছে এই রীতি—
প্রথমে আসিয়া যেবা করিবে বরণ—
আমন্ত্রণ গ্রহণীয় তার।

শ্রীকৃষ্ণ।　সত্য বটে। কিন্তু আর্য্য—

বলরাম।　কোনো "কিন্তু" শুনিতে না চাই।
দুর্য্যোধন সমাগত শুনি
ম্লান হয় অন্তর আকাশে তব
সৌদামিনী রেখা সম খেলিতেছে ছলনা-চাতুরী।
সুযোগ দিব না তোমা—প্রিয়সখা
পার্থ তরে কাপট্যের আশ্রয় লইতে।
যাই আমি—দুর্য্যোধনে অবিলম্বে
তব পার্শ্বে করিব প্রেরণ।

[বলরামের প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ।　সর্ব্বনাশ! বলভদ্র কি বিপাক ঘটান আবার!
এলো না—এলো না পার্থ!
কেন তার বিলম্ব এমন?

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু। ভুল বলিতেছ মামা, বিলম্ব করে না পার্থ
শ্রীকৃষ্ণ মিলনে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি! অভিমন্যু! আয়—আয় বৎস!
কখন এলি রে অভি দ্বারকানগরে?

অভিমন্যু। এইমাত্র, আসিয়াছি পিতার সহিত।

শ্রীকৃষ্ণ। এসেছে অর্জ্জুন? কোথায়, কোথায় সখা?

অভিমন্যু। গিয়াছেন অন্তঃপুরে
বয়োবৃদ্ধ গুরুজনে প্রণাম করিতে,
সম্ভাষিতে আর আর পৌরজনে যত।

শ্রীকৃষ্ণ। ছুটে যা, ছুটে যা বৎস,
শীঘ্রগতি ডেকে আন্ জনকেরে তোর।

অভিমন্যু। আমি পারিবনা। যখন সময় হবে,
নিজে বুঝিবেন যবে,
তোমার নিকটে আসা উচিত নিশ্চয়,
আসিবেন নিজেই তখনি।

শ্রীকৃষ্ণ। ওরে কথা শোন্,—বিলম্ব করিলে হবে সর্ব্বনাশ।

অভিমন্যু। সর্ব্বনাশ! কা'র? শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা অর্জ্জুনের?
তোমাদের সর্ব্বনাশ বুঝিবে তোমরা,
আমার কি তাহে? কতদিন পরে
আসিলাম মাতুল আলয়ে, দু'টো মিষ্টি কথা কবে,
কিছু খেতে দেবে,—সে সকল দূরে থা'ক্—
যখনি সাক্ষাৎ হোলো অমনি আদেশ—
"ডেকে আনো জনকেরে তব।"

কেন? আমি কি এসেছি হেথা
ভৃত্য সম আদেশ পালিতে?

শ্রীকৃষ্ণ। ও! হোলো বুঝি মহা অপমান?

অভিমন্যু। না, অপমান হবে কেন?

[অভিমন্যু নিজের কানে হাত দিয়া দেখিল একটি কুণ্ডল পড়িয়া গিয়াছে]

দেখি, ওঠো তো মাতুল।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

অভিমন্যু। কর্ণের কুণ্ডল মোর পড়িয়া গিয়াছে,
ওঠো দেখি, এই পালঙ্কের নীচে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি উঠিব না—পালঙ্কের নীচে গিয়ে
তুলে আনো তুমি।

অভিমন্যু। না, না, সে হবে না, ওঠো তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?

অভিমন্যু। আরো স্পষ্ট বলিতে হইবে?
শোনো তবে। তুমি গোয়ালার ছেলে—
কতদিন কাঁধে ল'য়ে দধি, দুগ্ধ, হাটে মাঠে
ক'রেছো বিক্রয়।
আমি রাজার তনয়—
ভারতবংশের গর্ব্ব অর্জ্জুন নন্দন।
তুমি রবে পালঙ্কের পরে—
আর আমি মাথা নীচু ক'রে তোমার পালঙ্ক-নিম্নে
কুণ্ডল কুড়াবো? না, না,—পারিব না আমি।
ইচ্ছা হয় ওঠো তুমি, নহে পালঙ্ক সহিত তোমা

সরায়ে রাখিব।

শ্রীকৃষ্ণ। সরাবি আমারে ?
সাধ্য থাকে সরা তবে, এই আমি করিনু শয়ন।

(শ্রীকৃষ্ণের শয়ন)

অভিমন্যু। বেশ, দেখ তবে হে যাদব,—
সিংহশিশু আর্জ্জুনির দেখ ভুজবল।

[অভিমন্যু পালঙ্ক সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সরাইয়া কুণ্ডল তুলিয়া লইল এবং বলিল]

অভিমন্যু। পেয়েছি কুণ্ডল মামা। যাই এবে,
বিশ্বম্ভরে তুলিয়াছি ব'লে
রাগ করিও না মামা,—আমি যে গো
আদরের ভাগিনেয় তব।

অভিমন্যুর প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্ময়ে নির্ব্বাক হই হেরি এই শিশুর বিক্রম।
আমি বিশ্বম্ভর, ভার মম ভূধর সমান—
লঘু তুলাখণ্ড সম আমারে তুলিল।
ভূভার হরণ ব্রতে নরদেহ ক'রেছি ধারণ,
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্ব অগ্রে এই ভার হরিতে হইবে।

নেপথ্যে দুর্য্যোধন। কই, কোথা জনার্দ্দন ?

শ্রীকৃষ্ণ। আসে দুর্য্যোধন। কপট নিদ্রার লই
এখনি আশ্রয়।

[শ্রীকৃষ্ণ পালঙ্কে শয়ন করিয়া পুনরায় নিদ্রার ভাণ করিলেন, একটু পরেই দুর্য্যোধনের প্রবেশ]

দুর্য্যোধন। সুগভীর নিদ্রাচ্ছন্ন এখনো কেশব,

মস্তক নিকটে মাণিক্য-খচিত দিব্য স্বর্ণ-সিংহাসন,
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল, পাদ্য অর্ঘ্য আদি।
বুঝিয়াছি, গুরু বলদেব মুখে শুনি সমাচার,
আমারই কারণে কৃষ্ণ রাখিয়াছে
এই সব পূজা উপচার।

[দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের শিয়রে রক্ষিত স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন]

ভারতবংশের রাজা মানী দুর্য্যোধন,
মোর তরে করিয়াছে যোগ্য আয়োজন।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সখা—সখা—এ কি! নিদ্রিত কেশব!
মস্তক সান্নিধ্যে তাঁর রাজা দুর্য্যোধন!

[অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিতে লাগিলেন]

দুর্য্যোধন। ধিক্ ধিক্! গোপসুত পদপ্রান্তে ব'সেছে ফাল্গুনী,
চাটুকার বৃত্তি হেরি ঘৃণা জাগে মনে,
ভারতবংশের মান ডালি দেয় গোপের চরণে!

অর্জ্জুন। ওঠো সখা, জাগো জাগো দেব দামোদর!
পদপ্রান্তে বসি' তব স্মরিতেছে
কিঙ্কর তোমারে।

[শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রোত্থিত হইয়া পদপ্রান্তে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। কে? একি সখা, বক্ষে এসো প্রিয়বর,
কি হেতু ব'সেছো মোর চরণ সীমায়?

অর্জ্জুন। শ্রীচরণে নিবেদন, কুরুক্ষেত্রে ক'র মোর

সারথ্য গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু—তথাস্তু।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। কে! একি মহারাজ দুর্য্যোধন, কৌরব ঈশ্বর!
কখন এসেছো তুমি?
কহ' নরশ্রেষ্ঠ, দরিদ্রে এ গোপস্থতে
কি আজ্ঞা তোমার?

দুর্য্যোধন। নহে আজ্ঞা, আমি আসিয়াছি—
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে,
সারথির পদে তোমা করিতে বরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সারথি হব!
কিন্তু অর্জ্জুনেরে এইমাত্র
বাক্যদান করিলাম আমি।

দুর্য্যোধন। কিন্তু মনে রেখো—
অর্জ্জুনের পূর্ব্বে আমি এসেছি হেথায়।

শ্রীকৃষ্ণ। হবে সত্য,—তুমি ছিলে মস্তক নিকটে,
পদপ্রান্তে ছিলো পার্থ, তারে আমি দেখিয়াছি আগে,
তাই আগে ক'রেছি স্বীকার—
হবো তা'র রথের সারথি।

দুর্য্যোধন। হুঁ—বুঝিয়াছি হে কপটি,
ছলনা তোমার। ছিঃ ছিঃ বংশ মান দিয়া বিসর্জ্জন
উচিত হয়নি মম এ প্রস্তাব জানাতে তোমায়!
তবে ফিরে যাই এই ঘোর অপমান

নীরবে সহিয়া।

(দুর্য্যোধন উঠিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। না, না, যেয়ো না—যেয়ো না তুমি
মনক্ষোভ ল'য়ে। সত্য কহি
কৌরব ঈশ্বর, আগে পণবদ্ধ, তাই
নারিলাম আমন্ত্রণ লইতে তোমার!
শোনো মোর স্বরূপ বচন—কুরুক্ষেত্রে
অর্জ্জুনের সারথি হইব শুধু—অশ্ববল্‌গা পরিহরি
অস্ত্র কভু ধরিবনা নিজে। শুন দুর্য্যোধন,—
মম সম বলী নারায়নী সেনাদল রয়েছে আমার,
আমা হ'তে উদ্ভব তাদের। সেই নারায়ণী সেনাদলে
ল'য়ে যাও তুমি। প্রাণ দিবে তারা সবে
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে তোমার কারণ।
কি বলো হে দুর্য্যোধন, এ প্রস্তাবে
সম্মত তো তুমি?

দুর্য্যোধন। এ আমার মহৎ বিজয়!
অস্ত্র ধরিবে না তুমি, হবে শুধু রথের সারথি।
চাহিনা, চাহিনা কৃষ্ণ, তোমারে চাহিনা,
দাও মোরে যুদ্ধকামী নারায়ণী সেনা।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিহারী!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কহ সাত্যকীরে,—
নারায়ণী সেনাদল অর্পিতে রাজারে।

[দুর্য্যোধন ও প্রতিহারীর প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। বিষণ্ণ কি হেতু সখা,
কি কারণ পাণ্ডুর বদন ?

অর্জ্জুন। নারায়ণী সেনাদলে পাঠাইলে কৌরব আহবে,
হে সারথি, তুমি চালাইবে হয়।
কপিধ্বজ রথোপরি বসি, তোমার আত্মজ সেই
নারায়ণী সেনাদলে অস্ত্রাঘাত করিব কেমনে
এই চিন্তা পার্থের অন্তর সখা, করিছে ব্যাকুল।

শ্রীকৃষ্ণ। না না—হোয়োনা ব্যাকুল সখা,—
জরাসন্ধ রণে এই সেনাদল
আমারই এ দেহ হ'তে হ'য়েছিল উদ্ভব একদা।
মগধের রণ অবসানে
প্রার্থনা জানালো তারা আমার সকাশে—
"হে কেশব, দেহ এই বর—
রূপে গুণে তব সম মহাবীর করে
রণমৃত্যু লভি যেন মোরা।" রে অর্জ্জুন,
কৃষ্ণ সনে অভিন্ন যে তুমি,
তাই তব অস্ত্র মুখে মৃত্যু লভিবার তরে
দুর্য্যোধনে দানিলাম নারায়ণী সেনা।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হস্তিনার রাজপ্রাসাদ—দ্রৌপদী ও গান্ধারী]

গান্ধারী। অন্তরে বিস্ময় মানি শুনি তব কথা।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ কালি আরম্ভ হইবে।
তুমি আসিয়াছ আজ মাতা যাজ্ঞসেনী—
হস্তিনার রাজপুরে—কি উদ্দেশ্য ল'য়ে ?

দ্রৌপদী। আসিয়াছি প্রণাম জানাতে—
কৌরব-গৌরব লক্ষ্মী গান্ধারী মাতারে—
আর জ্ঞান বৃদ্ধ অন্ধ কুরুরাজে।
কালি প্রাতে সমর আরম্ভ—
পূর্ব্বে তার দেহ মাগো আশীর্ব্বাদ—
রণ অনুমতি।

গান্ধারী। চাহ' মোর আশীর্ব্বাদ ?
মম পুত্রগণ সনে পাণ্ডবের
আসন্ন সমরে—হে পাণ্ডব-কুললক্ষ্মী,
কী আশীষ মোর কাছে প্রত্যাশা তোমার ?

দ্রৌপদী। চাহি মাতা পাণ্ড'বর জয় আশীর্ব্বাদ।

গান্ধারী। বিস্মিত করিলে কৃষ্ণা ;
ভেবে দেখ' মনে—
কৌরব জননী হ'য়ে—হেন আশীর্ব্বাদ
উচ্চারিতে পারি কি কখনো ?

দ্রৌপদী। কেন পারিবে না মাতা ?

স্বামী যাঁ'র জন্ম অন্ধ ব'লে
বিধিদত্ত দিব্যদৃষ্টি আবরি' বসনে—
জগৎ জীবনরূপী আলোকেরে যেই জন
স্ব-ইচ্ছায় আঁখি হ'তে দিলা নির্ব্বাসন ;—
আঁধারে আলোকে যার জাগে সমজ্ঞান—
সেই পুণ্যশ্লোকা গান্ধারী মাতার কাছে
কৌরব পাণ্ডবে কভু আছে কি বিভেদ ?

গান্ধারী। যাজ্ঞসেনী !—

দ্রৌপদী। তুমি জানো মাতা,—
বক্ষমাঝে ধরি' কত জ্বালা,
কত ব্যথা, কত অশ্রু দু'নয়নে সঞ্চিত করিয়া
এসেছি তোমার পাশে !
এক বস্ত্রা, এক বেণীধরা—
তব কুলবধূ দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষিয়া
যেই জন আনিল সভাতে ;—
পশু সম যেই জন দেখাইয়া উরু—
লজ্জানাশ তরে—
বসন অঞ্চল ধরি করে আকর্ষণ ;—
জঠরে ধ'রেছো ব'লে
তা'রে তুমি ক্ষমিবে জননী ?

গান্ধারী। যাজ্ঞসেনী, সেই পাপ স্মৃতি স্মরণে
এ মাতৃ-হৃদি থর থর কাঁপে !

দ্রৌপদী। শুধু কি সে একদিন ?—
প্রতি দণ্ডে, প্রতি পলে,—কত পাপছল,—

কত নির্য্যাতন !
রাজ্যহারা পঞ্চপতি সনে
ফিরি বনে বনে—কভু ফল মূলে,
কভু করি ভিক্ষা-অন্নে জীবন যাপন।
পাণ্ডবে অক্ষম ভাবি অতিথি সেবায়—
তব পুত্রগণ দুর্ব্বাসারে পাঠাইল করিতে পারণ।
ভোজ্যবস্তু নাহিক কুটীরে,
কাঁপিনু অন্তরে—
মহাক্রোধী ঋষিশাপে ভস্ম হ'তে হবে।
অশ্রুজলে ভাসি, দামোদরে করিনু স্মরণ,—
আসিলেন বিপদ-ভঞ্জন।
মৃৎপাত্রে অবশেষ এক কণা শাক অন্ন
ধরি শ্রীঅধরে, দামোদর তুলিলা উদ্গার।
বুঝি সেই ক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড উদরে—
যত ছিল ক্ষুধাবহ্নি এক কালে নির্ব্বাপিত হোলো।
ভোজ্যবস্তু বিনা,—
আকণ্ঠ ভোজন তৃপ্তি লভিল দুর্ব্বাসা।
ব্যর্থ হোলো কৌরবের ছল,
রক্ষা পেলো সঙ্কটে পাণ্ডব।

গান্ধারী। জানি, জানি আমি যাজ্ঞসেনী,
সে সব কাহিনী।
পাপমগ্ন মম পুত্রগণ শতরূপে নির্য্যাতিতা
ক'রেছে তোমারে।
যজ্ঞানলে উদ্ভব তোমার, জেনো সুনিশ্চয়—

তব তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে,—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
পাবক বহ্নির শিখা উঠেছে জ্বলিয়া।
পাপ নাশ হবে—বেঁচে রবে সত্য ও সুন্দর।

দ্রৌপদী। বলো মাতা, বলো পুনর্ব্বার,
স্পষ্ট ভাষে কহ শুনি
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের জয়।
শুধু, এ আশ্বাস তব মুখে করিতে শ্রবণ,
বাসুদেব প্রত্যাদেশে এসেছি জননী।

গান্ধারী। বাসুদেব পাঠালেন তোমা!
এ বড় বিচিত্র কথা শোনালে দ্রৌপদী।
যে হোক্ সে হোক্—শুন মাতা—
পাণ্ডব যেখানে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে,
শ্রীকৃষ্ণ যেথায় র'ন্ ধর্ম্ম সেইখানে—
ধর্ম্ম যথা,—জয়লক্ষ্মী তথা—
এই ঋষিবাণী অন্তরে স্মরণ করি'
যাও গৃহে ফিরে। সঙ্গে ল'য়ে যাও
সারথি শ্রীকৃষ্ণ তরে—শত পুত্রবতী
এই অভাগিনী গান্ধারীর অশ্রুসিক্ত নীরব প্রণতি।

তৃতীয় দৃশ্য

[কুরুক্ষেত্র—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন]

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ! পার্থ! রথ পরিহরি'
ভূমিতলে কেন এলে সখা,—চলো
পুনঃ কপিধ্বজ রথে। (শংখ ধ্বনি)
ঐ শোনো,—সমর আরম্ভ তরে—শঙ্খনাদে
ভ্রাতাগণ তব করিছেন মুহুর্মুহু
আবাহন তোমা।
"অনন্ত-বিজয়" শঙ্খ ধর্ম্মরাজ বাজান
আপনি, ভীমসেন "পৌণ্ড্র" শঙ্খে
মহারব তোলে,—নকুল
"সুঘোষ" শঙ্খ, সহদেব "মণিপুষ্পে" তুলিছে নিনাদ!
রথে এলো সব্যসাচী,
"দেবদত্ত" শঙ্খে তব, অরিকুল সন্ত্রাসিত করি—
ঝাঁপ দাও কুরুক্ষেত্র রণে।

অর্জ্জুন। কুরুক্ষেত্র রণ! দুই পক্ষে হেরি সখা—
অগণন আত্ম বন্ধুজন,—
অস্ত্র করে দাঁড়ায়েছে—আত্মীয়-নিধন যজ্ঞে
পূর্ণাহুতি দিতে!
এখনি মেদিনী পৃষ্ঠ সিক্ত হবে রুধির কর্দ্দমে,—
পূর্ণ হবে নদনদী রক্ত জলধারে।
আজি দিবা শেষে,—শান্ত গৃহাঙ্গনে

নিভে যাবে সন্ধ্যার দেউটি ;
কত মাতা, কত ভগ্নী, গৃহবধূ প্রতীক্ষা ব্যাকুলা
দীর্ণ হাহাকার তুলি লুটাবে ধূলায়।
কল্পনা করিতে কৃষ্ণ কেঁপে ওঠে বুক,
হেথা সমাগত যোদ্ধকুল,
স্নেহ, দয়া, প্রেম, মানবের মহান দেবত্ব
উপাড়িয়া বক্ষ হ'তে
একসাথে দানিবে অঞ্জলি
রক্ততৃষ্ণা রাক্ষসী সেবায়।
হে বিশ্বের পরম দেবতা, কল্যাণ আকর,
ধূমায়িত বহ্নিমাঝে ঘৃতাহুতি তব—

শ্রীকৃষ্ণ। হোম-বহ্নি—হোম-বহ্নি—
ঘৃতাহুতি মোর হোম-বহ্নিমাঝে ।
জ্বলিয়াছে হোমের অনল—
অধর্ম্ম বিনাশ হেতু। বিশ্বের পাবক অগ্নি,—
দগ্ধ করি' ধরণীর সর্ব্বপাপভার—
মিথ্যা ধ্বান্ত অ-শিব ভীষণ—
সুন্দরের মর্ম্মবাণী আনিবে বহিয়া
শান্ত সমাহিত—চির ধ্যানলোক হ'তে।
তিমির রজনী শেষে জাগিবে প্রভাত—
সৃজনের লীলা-পদ্ম সম।

অর্জ্জুন। তবু—তবু কৃষ্ণ,—অরি মম কুরুকুল—
গুরু—বন্ধু—আত্মীয় সমাজ।
স্বজনের সনে রণ—

বিপরীত একি আকিঞ্চন।
ধরণী পীড়িতা যদি হন্ পাপভারে—
বলিতে কি চাও দেব,—
সে ভার লাঘব হবে আত্মীয় নিধনে?
ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, মিত্র, পিতামহ বুকে
সুতীক্ষ্ণ শায়কাঘাতে?

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মীয়স্বজন! আত্মপরিজন!
রে ফাল্গুনী,—কাহারে আত্মীয় কহ?
দুর্য্যোধন? দুঃশাসন? ওই তব মাতুল শকুনি?
নিত্য যারা হীন ঘৃণ্য ব্যাভিচার রত,—
লভিয়া মানব জন্ম—ব্যঙ্গ যারা করে মানবতা?
নহে—নহে,—
তোমার আত্মীয়—মানুষেরে যে বেসেছে ভালো।
হোক্ সে অচেনা,—আবাস তাহার হো'ক্
বহুদূর অজ্ঞাত প্রদেশে।

অর্জ্জুন। জানি—জানি বটে!
কিন্তু—তবু কৃষ্ণ, আজন্ম সংস্কার।
হে কেশব,—কার্য্য তব আত গুরুভার,
এক হাতে ঢাকিয়া নয়ন—
লুকায়ে সকল অশ্রুজল—
অন্য করে শায়ক বিঁধিতে হবে কৌরবের বুকে!

শ্রীকৃষ্ণ। অনাহুত শঙ্খ আজ উঠেছে বাজিয়া
বিশ্বজনে প্রবুদ্ধ করিতে।
তার আবাহনে—দিকে দিকে, ছুটেছে মানব-যাত্রী—

মিলনের মহাতীর্থ করিতে রচনা।
পথের ভাঙ্গিতে বাধা—টুটাতে বন্ধন—
কতো প্রাণ বলি দিতে হবে,—
কতো না জীবন-ধারা ঢালিতে হইবে!
অনায়াসে প্রিয়জনে দিয়া বিসর্জ্জন—
পার হ'য়ে অশ্রু-পারাবার—
চলিবে সম্মুখে। রে পথিক,—
শঙ্খনাদ শুনিয়াছ তুমি—
তাই জ্বালারে ক'রেছো তুমি গলে পুষ্পমালা,—
সত্য শুধু আশ্রয় তোমার।

অর্জ্জুন। সত্য, সত্য-রক্ষা হেতু—
জ্বলেছে সমরানল। তবু কৃষ্ণ,—
এ অন্তর অধীর চঞ্চল।
না, না, ক্ষম' মোরে জনার্দ্দন,
এ ব্রত পালন করা অসাধ্য আমার।
করিয়াছি স্থির—ক্ষান্ত হব রণে!
জ্ঞাতিবধ করিতে নারিব।

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্মিত করিলে মোরে, এ কি শুনি বাণী।
সত্যই কি তুমি সেই পার্থ পরন্তপ?
দেবদত্ত অক্ষয় তূনীর—গাণ্ডীব ধনুকধারী
তুমিই সে তৃতীয় পাণ্ডব—
তুমিই কি শঙ্করে তুষিয়া রণে—
লভেছিলে দিব্য পাশুপত্?

অর্জ্জুন। উত্তেজিত কোরোনা কেশব,

আত্মীয় বান্ধব নাশি',
নিজকুল ধ্বংস হেরি আপন নয়নে—
বীরত্বের পরিচয় দিবে না ফাল্গুনী !
ভয়াল এ আত্মনাশা সমর তেয়াগি—
ত্যজি রাজ্য-ধনস্পৃহা, পঞ্চ ভাই
পুনঃ মোরা পশিব কাননে !
পিতামহ ভীষ্মদেব, গুরু দ্রোণে বধি—
রুধিরাক্ত রাজভোগ হ'তে—
শতগুণে শ্রেষ্ঠ মানি ভিক্ষান্ন ভোজন।

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও ফাল্গুনী !
অহঙ্কার করি আগে আসি রণস্থলে
একী কহ নির্ব্বোধ সমান ?
জ্ঞাতিবধ পাপ ভয়ে রণে ক্ষান্তি দেবে ?
কৌরব কহিবে—
শঙ্কিত কাতর পার্থ রণ ত্যজি করে পলায়ণ,
ছিঃ ছিঃ—উদ্বোধিত হও পরন্তপ।
কাহারে নাশিবে তুমি,—কী নাশিবে তুমি ?
জেনো মনে,—তনু নাশে নাহি হয় আত্মার বিনাশ ;
আত্মা চির অবিনাশী, অক্ষয় অব্যয়।
জীর্ণ বস্ত্র ত্যজি যথা নববস্ত্র পরে—
এক তনু ত্যজি আত্মা—সেই মত অন্যেতে সঞ্চরে।
ক্লৈব্য পরিহর—
গাণ্ডীব ধারণ করি চলো রণাঙ্গনে—
ক্ষাত্রধর্ম্ম করহ পালন।

অর্জ্জুন। ক্ষম জনার্দ্দন, মায়ামুগ্ধ কাতর অন্তর।
এই ধ্বংস যজ্ঞ মাঝে হ'তে অগ্রসর—
কম্পান্বিত পদযুগ, স্বেদ সিক্ত তনু,
গাণ্ডীব খসিয়া পড়ে শ্লথ মুষ্টি হ'তে।
নিবেদন চরণে তোমার,
এই জীবহত্যা হ'তে, হে কেশব,—
ফাল্গুনীরে দেহ অব্যাহতি।

শ্রীকৃষ্ণ। অব্যাহতি ! ফিরে যাবে ক্ষাত্রধর্ম্ম দিয়ে জলাঞ্জলী ?
স্বধর্ম্ম তোমার পার্থ ধর্ম্মযুদ্ধ করা,
রণমৃত্যু করে যে বরণ, ত্রিভুবন ঘোষে তার যশ ;—
তার তরে মুক্ত স্বর্গদ্বার।
জ্ঞাতিবধে কম্পিত অন্তর ?
জেনো সুনিশ্চিত, ভীষ্ম, দ্রোণ দুর্য্যোধন সহ
সর্ব্ব সৈন্যে বহুপূর্ব্বে মৃত্যুদান করিয়াছি আমি,
তুমি শুধু নিমিত্ত তাহার।
কে কারে বধিবে পার্থ ! কেবা কার অরি !
সবার সংহর্ত্তা আমি, আমি সব করি।
মোহাচ্ছন্ন হে অর্জ্জুন,
সখা সম্বোধন করি,—
মায়ামোহে তাই ভোলো
আমার স্বরূপ।
জেনো মনে, যত বস্তু চতুর্দ্দশ লোকে
সর্ব্বত্রই আমার প্রকাশ।
বিশেষ প্রকাশ কথা শোনো ধনঞ্জয়,—

নদীমধ্যে সুরধুনী, ঋষিতে নারদ,
গজমধ্যে ঐরাবত্, অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা,
দেব মধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী,
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী।
আমিই অনন্তনাগ জেনো নাগলোকে,
গৃহমধ্যে দিবাকর আমারে জানিবে।
তেজমধ্যে বৈশ্বানর, পর্ব্বতে হিমাদ্রি,
পাণ্ডবের মধ্যে আমি তুমি মহামতি।
ভূভার হরণ তরে রণ আবাহন।
সন্দেহে দুলিছে তবু অন্তর তোমার?
ভাল, ভাল পার্থ—জ্ঞাননেত্র
দিলাম তোমারে,—দেখ চেয়ে মোর পানে—
দেখ মোর অনন্ত বিভূতি!

অর্জ্জুন। এ কী কৃষ্ণ! মহান্ অচিন্ত্য এ কী দৃশ্য অভিনব!
যেন মনে হয়, নবনী কোমল তব ঘনশ্যাম তনু—
স্বর্ণদ্যুতি রবিকরে বিগলিত হ'য়ে—
ভূলোক দ্যুলোক পারে যায় মিলাইয়া।
হে অনন্ত, বিরাট, বিন্দু হ'তে আরো বিন্দু হ'য়ে
নয়ন গোলকে মোর কোথায় লুকাও?
অন্ধকার ছেয়ে আসে,—সে আঁধার মাঝে
ওকি ও বিদ্যুৎ দীপ্তি! না-না, জ্বলে ওঠে
খড়্গ খরসান! এলোকেশী উলঙ্গিনী
করাল ভৈরবী, চামুণ্ডা সাজিয়া শ্যাম
নৃত্য করো থৈ তাতা থৈ!

সংহার-ত্রিশূল করে মহাকালী রূপে
দানব সংহার করো, কভু ধ'রে ছিন্নমস্তারূপ
পান করো আপন রুধির !
একী এ সংহার মূর্ত্তি,—কোথা কৃষ্ণ,
কোথা তুমি বনমালাধারী ?

শ্রীকৃষ্ণ। এই তো রয়েছি পার্থ নয়ন সম্মুখে ;
হের মোর অন্য রূপ,—
দেবগণ ইপ্সিত দর্শন—

অর্জ্জুন। মরি মরি, সহস্র আদিত্য জ্যোতি
বিচ্ছুরিত বর অঙ্গ হ'তে,
বিরাট—বিরাট মূর্ত্তি কল্পনা অতীত !
নব মেঘ সম বর্ণ, শীর্ষ তব পরশে আকাশ,
রবি শশী দুই চক্ষু, দন্ত তারাদল,
ইন্দ্র দেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়;
নাভী সিন্ধু সম, পৃষ্ঠে হেরি অষ্টবসুগণে,
দশদিকব্যাপী জঙ্ঘা, পাতাল চরণ,
শিলাগণ দেহ অস্থি, লোম তরুগণ,
মাংসরূপা হেরি যেন বিপুলা মেদিনী !
প্রচণ্ডা মার্ত্তণ্ডপ্রভা দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নি আভা
অপ্রমেয় নিরখি তোমায় !
অন্তরীক্ষ চরাচর ব্যাপ্ত তব কলেবর
সর্ব্বদিকে একমাত্র তুমি !
ভয়ঙ্কর রূপ হেরি বিকম্পিত ত্রিভুবন—
হে কেশব, পদে ধরি—সম্বর এ বিরাট মূরতি !

শ্রীকৃষ্ণ। মাভৈঃ মাভৈঃ পার্থ !—
ফিরাও নয়ন—
হের এই পার্থসখা সম্মুখে তোমার।
মোহমুক্ত হে ফাল্গুনী, বুঝিলে তো,—
কেবা বধ্য ত্রিজগতে—বধকর্ত্তা কেবা ?
গাণ্ডীব ধরিয়া এবে এসো রণাঙ্গণে—
মনে রেখো, ভীষ্ম সেনাপতি আজি,—
ভীষ্মবধ প্রতিজ্ঞা তোমার।

অর্জ্জুন। চলো হৃষিকেশ !—
প্রবুদ্ধ হ'য়েছি আমি,—চলো রণাঙ্গনে।
নরদেহে বিশ্বদেব সখা ব'লে দেছ' আলিঙ্গন,-
সৌভাগ্য গরবে যেন কভু নাহি ভুলি—
"ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ ॥"

চতুর্থ দৃশ্য

(পার্ব্বত্য প্রদেশ। মেঘলোক হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গ বাহিয়া নক্ষত্রকন্যাগণ নৃত্যছন্দে নামিয়া আসিল)

রোহিণী। হে নক্ষত্রকন্যাগণ !
এই গিরি সানুদেশে রহ' সঙ্গোপনে।

আসিছেন গর্গ ঋষি,
ধরিয়া চরণ—ক্ষমা ভিক্ষা মেগে লব' !
নাহি জানি, ঋষি আশীর্ব্বাদে
এ বিরহ অবসান হবে কি না হবে ! [রোহিণীর প্রস্থান]

—নক্ষত্রকন্যাগণের গীত—

অলকাপুরীর রূপকুমারী
নিশুতি রাতের তারা।
ছায়া পথ ধরি কারে খুঁজে ফিরি
জানিনা আপন হারা ॥

চন্দ্র কিরণ রঞ্জিত মেঘ
অসীম গগনে দোলে,
(আহা) বসিল কি গৌরী চন্দ্রবদনা
গৌরীনাথের কোলে ;
রতির ক্রন্দনে অতনু কি পুনঃ
তনু ধরি দিল সাড়া ॥

(গান গাহিতে গাহিতে নক্ষত্রকন্যাগণ প্রস্থান করিল। বিপরীত দিকে হইতে গর্গ মুনির ও পশ্চাতে রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। ওগো ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রধান,—
জীবনের সর্ব্ব কাম্য, সকল মিনতি—
পূর্ণ করো প্রভু,

একটী করুণামাখা মুখের কথায় ।
নহে অশ্রুজলে এইমত ধোয়াবো চরণ ।
যাক্ কেটে রাত্রিদিন যুগ যুগান্তর—
উঠিব না—ছাড়িব না চরণ তোমার !

গর্গ । ওঠো চন্দ্রপ্রণয়িনি !
দুঃখ নিশা অবসান তব ।—
আশীর্ব্বাদ এনেছি বহিয়া ।

(রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল)

কিন্তু সতি, কি বলিব—
বিক্ষুব্ধ অন্তর—কোনো মতে ভুলিতে না চায়
সেই তীব্র অপমান জ্বালা । রহি' রহি'—
বক্ষের পঞ্জরে মোর করে কষাঘাত
সেই কাল-রজনীর স্মৃতি ।
শূণ্য ব্যোমচারী আমি—দিব্যধামে চলিতে আছিনু
যোগমন্ত্র কণ্ঠের ভূষণ ।
প্রজ্জ্বলিত হোম বহ্নি সম
পিঙ্গল সে দীর্ঘ জটাজাল
গগনের দিকে দিকে করিল বিস্তার
জ্যোতির্ম্ময় বিরাট মহিমা ।
চকিতে দেবতা যত আনত সম্ভ্রমে
নতশিরে নামিল সেদিন—আমার যোগীন্দ্র মূর্ত্তি ।
আর—আর ওই তব চন্দ্রলোকে উৎসব অঙ্গনে—
তোমার প্রণয়ী চন্দ্র উল্লাস বিহ্বল—

রোহিণী । ক্ষমা—ক্ষমা ঋষিবর—

গর্গ। মদ গর্ব্বে উপেক্ষে আমায় !
তাই—তাই দিনু শাপ—
"রে শশাঙ্ক, নক্ষত্রপ্রণয়ে মাতি
সম্ভ্রম না কর' যোগীজনে ? যাও মূঢ়,—
নরলোকে লভ জন্ম নররূপে এবে।"

রোহিণী। জ্বালা—নরলোকে বড জ্বালা প্রভু,—
নবনী কোমল তনু স্নিগ্ধ শশধর—
মর্ত্ত্য জ্বালা তীব্র অভিশাপ।
অবসান—অবসান হোক দয়াময় !

গর্গ। ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ সতি ঋষির অন্তরে।
অভিশাপ অন্তে তাই আপনি কেঁদেছি
শশাঙ্কের দুঃখ স্মরি'। কিন্তু হায়,—
বাক্য মম না হয় নিষ্ফল।
তাই পুনঃ কহিনু ডাকিয়া—
"মর্ত্ত্যলোকে লভ' জন্ম—নরশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনীর গৃহে।
সুভদ্রা জননী হো'ক—গোবিন্দ মাতুল—
অবতীর্ণ হও মর্ত্ত্যে অভিমন্যুরূপে।"
হে কল্যাণি, সেই হ'তে মম অভিশাপ—
আশীর্ব্বাদ হ'য়ে তারে করিল চুম্বন।
কি দুঃখ তাহার ? নরলোকে—
অনন্ত সম্পদ তার—স্বর্গধাম হ'তে।

রোহিণী। কিন্তু দেব,—একবার কৃপাচক্ষে চাহ' মোর পানে।
দেখ ওই চন্দ্রলোক প্রভু,
কী দশা হ'য়েছে দেখ তাঁহার বিহনে।

চন্দ্রলোক ম্লান হোলো মরণের করাল ছায়ায়।
প্রভু, প্রভু, কতো আর এ জ্বালা সহিব ?

গর্গ। শান্ত হও দেবি,—সত্য কহি—
এতদিনে ঘুচিবে বিষাদ।
বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাহি আমার অন্তরে।
কিন্তু ভাবি—
অভি'রে আনিতে হ'লে চন্দ্রলোকে পুনঃ
কি নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা সাধিতে হইবে।
কেমনে—কেমনে বা আনিব তাহারে!
যে বাঁধনে বাঁধা আজ অভি'—
কা'র সাধ্য তিনলোকে—

রোহিণী বাঁধন ? কিসের বাঁধন ?

গর্গ। কি সে বাঁধন ? অই আসিছেন এইদিকে
নরদেহে নিজে নারায়ণ।
জিজ্ঞাসা করহ' তাঁরে কি বন্ধনে বন্ধ শশধর।

[গর্গের প্রস্থান। অপরদিক হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি রমণী,—নিশা অৰ্দ্ধযামে
এ ঘোর পার্ব্বত্যপথে একাকিনী কর বিচরণ ?

রোহিণী। প্রভু,—চিনিতে কি নাহি পার'
অভাগিনী নক্ষত্র কন্যারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ। তুমি সেই নক্ষত্র রোহিণী!
কেন বালা নীল নভোতল ত্যজি'
বিহর এ ধরার ধূলায় ?

রোহিণী। জনার্দ্দন, গর্গ ঋষি শাপে—
যোড়শ বৎসর পূর্ব্বে অভিমন্যু রূপে
চন্দ্রদেব জন্ম নিয়েছিল।
অভিশাপ অন্তকাল পূর্ণ হবে কালি।
কহ দেব, কালি দিবসান্তে আমি ফিরে
পাবো শাপমুক্ত পতিরে আমার!

শ্রীকৃষ্ণ। কালি তব শাপ অন্ত! কিন্তু দেবি,
কেমনে ফিরিয়া পাবে পুনঃ শশধরে,
দেহধারী নর-নারায়ণ—
ফাল্গুনীর আত্মার আত্মজ—
শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মগীতা সুভদ্রা-নন্দন
অভিমন্যু মহাযোধে কার সাধ্য
কালি রণে করিবে নিহত?

রোহিণী। যে উপায়ে হোক্ প্রভু, এ অসাধ্য
সাধিতে হইবে। নহে তব পদতলে ত্যজিব জীবন।
নারায়ণ, নারীহত্যা পাপভাগী হ'তে হবে তোমা।
(রোহিণী শ্রীকৃষ্ণের পদতলে
পতিতা হইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। কী কর, কী কর তুমি নক্ষত্র-সুন্দরী,
ওঠো, ভাবিবারে দেহ' অবসর!
এক পন্থা ছিল—কিন্তু না,—
সেও তো সম্ভব নহে।

রোহিণী। কী সে পন্থা বল' জনার্দ্দন?

শ্রীকৃষ্ণ। মহাযুদ্ধে হত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন;

শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে
জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহে বধিয়াছে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
পুত্রশোকাতুরা গঙ্গা—
বক্ষে তার জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্ বাড়ব অনল।
ফাল্গুনীরে শাপ দিতে এসে
চিরক্ষমাশীলা গঙ্গা পুনরায় ফিরে গেছে
শোক অগ্নি অন্তরে লুকায়ে।
গঙ্গার অন্তরদাহী সেই তীব্র পুত্রশোক জ্বালা,
স্বেচ্ছায় যাচিয়া লয়—
যদি দোঁহে সুভদ্রা অর্জ্জুন—

রোহিণী। কি কহ কেশব তুমি!
পুত্রশোক যেচে লবে আপন ইচ্ছায়!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো!—কী প্রলাপ কহি আমি,
স্বেচ্ছায় কেহ কী ধরে নিজবক্ষে পুত্রশোক জ্বালা?
তবে এক কথা—
দেবকার্য্য করিতে সাধন—
ভূভার হরণব্রত করিতে পালন,
কুরুক্ষেত্রে রণ আয়োজন।
পুত্রশোক মহাশেল বিদ্ধ হ'লে ফাল্গুনীর বুকে—
প্রতিশোধ কামনায় রুদ্রমূর্ত্তি ধরিবে অর্জ্জুন!
বাঞ্ছা পূর্ণ হবে মোর—অতি শীঘ্র
ধরাভার হইবে লাঘব!

রোহিণী। জনার্দ্দন! কহ দেব, কেমনে সে পুত্রশোক
তব অংশোদ্ভূত সেই ফাল্গুনীরে

পীড়িত করিবে? গঙ্গার হৃদয়দাহী তীব্র
শোকানল—যদি কোনমতে—কোন ছলনায়—

শ্রীকৃষ্ণ। ছলনা জানিনা দেবি,—
আমি চিরদিন সহজ সুস্পষ্ট বক্তা—
সরল হৃদয়। হাঁ,—
আর এক কথা আছে—শুনহে রোহিণী।
আজি মায়াময়ী নিশা—দিগ্‌ভ্রান্ত তৃতীয় পাণ্ডব
মায়ামুগ্ধ ফেরে এই গিরিসানুদেশে! ওই হোথা
শিবের মন্দিরে সুভদ্রাও আসিয়াছে
মহেশে অর্চ্চিতে! সঙ্কেতে জানাই শুধু,—
বিচারিয়া কর' কার্য্য যাহা ইচ্ছা হয়।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

রোহিণী। কী ইঙ্গিত করিলেন দেব চক্রপাণি,—
অনুমানি বুঝেছি আভাসে!
হে নক্ষত্রকন্যাগণ,—
মায়ার সঙ্গীত তোলো প্লাবিয়া অম্বর—
আকর্ষণ ক'রে আনো ফাল্গুনীরে হেথা,
আমি যাই সুভদ্রার পাশে।

[রোহিণীর প্রস্থান। নক্ষত্রকন্যাগণ প্রবেশ করিয়া মায়ার সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। সঙ্গীতের আকর্ষণে অর্জ্জুনের প্রবেশ]

নক্ষত্রকন্যাগণের গান

ঘুম ঘুম পাহাড়ের দেওদার ছায়
আলপনা এঁকে যাই মধু জ্যোছনায়
ঝির ঝির হাওয়া তুল তুল স্বপ্ন
মদালস সঙ্গীতে করি মায়া মগ্ন।
মৃদু পায় চলে আয় বয়ে যায় লগ্ন
আয় ঘনো বনানীর ছায়।

[নক্ষত্রকন্যাগণের প্রস্থান]

অর্জ্জুন। মায়া—দৈবী মায়া নাহিক সন্দেহ।
নহে—রণভূমি ত্যজি' পাণ্ডবশিবিরে যেতে—
এ কোথায় এসেছি চলিয়া !!
দুর্গম অরণ্যভূমি, প্রমত্ত যামিনী,
রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়ায়েছে আঁখির সম্মুখে—
অভ্রভেদী পর্ব্বত প্রাকাব !
কোথা যাব ? রুদ্ধপথে কেমনে চলিব ?—
অর্দ্ধযামা রজনী এখন,—
অবশিষ্ট রাত্রিটুকু না হ'তে অতীত
আরম্ভ হইবে পুনঃ সংশপ্তক রণ।
না—না, নহে কালক্ষেপ—
যে কোনো উপায়ে হো'ক্—এই বাত্রিকালে
উপস্থিত হ'তে হবে পাণ্ডব শিবিরে।

(অর্জ্জুন প্রস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়পর্ব্বতমধ্য হইতে রাহিণী তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

রোহিণী। উঃ তৃষ্ণা—বড় তৃষ্ণা—

কে আছ গো—রক্ষা করো নারীর জীবন!
জল—বিন্দুজল—

অর্জ্জুন। আর্ত্তনাদ! নারীর কাতরকণ্ঠ কোথা হ'তে আসে?
কে তুমি? কোথায় তুমি?—

রোহিণী। এই দিকে। আগে জল আনো—জল—

(রোহিণীকে ধরিয়া সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। জল! কোথা জল এ-পর্ব্বত মাঝে?

অর্জ্জুন। এ কী সুভদ্রা! তুমি হেথা!
সঙ্গে তব কেবা এই নারী?

সুভদ্রা। নাহি জানি প্রভু,—
এসেছিনু পার্ব্বতী ও মহেশে পূজিতে,
হেনকালে পিপাসাকাতরকণ্ঠে
এই নারী চাহিল সলিল!
চেয়ে দেখি, কমণ্ডলু, তাম্রপাত্রে বিন্দু বারি নাই—
জলশূন্য হেরি চারিদিক!
তাই জল অন্বেষণে এসেছি এখানে!
দেখ প্রভু কোথা জল,—
পিপাসায় কাতর রমণী।

রোহিণী। উঃ! প্রাণ যায়—শীঘ্র দেহ জল!

অর্জ্জুন। ভয় নাই—ভয় নাই দেবি!
বরুণাস্ত্রে মেদিনী ভেদিয়া—
এই দণ্ডে আকর্ষিব রসাতল হ'তে
পুণ্যতোয়া সুনির্ম্মল ভোগবতীধারা—
আকণ্ঠ করাবো পান তোমারে তৃষিতা!

(অর্জ্জুন বাণ ক্ষেপন করিলেন। জলধারা উত্থিত হইল)

সুভদ্রা। ওই ওঠে ভোগবতী ধারা,—
অঞ্জলী পূরিয়া করো পান।

রোহিণী। হাঁ, তৃপ্ত করি' প্রাণ—

(রোহিণী জলস্পর্শ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হাত সরাইয়া লইল)

রোহিণী। উঃ!

সুভদ্রা। কী হ'ল, কী হ'ল দেবি,—

রোহিণী। কোথা জল, এ যে ধূমায়িত তরল অনল,
স্পর্শ করি হেন সাধ্য নাই!

অর্জ্জুন। তাই তো, কী বিচিত্র।
এ কী ভয়ঙ্কর অগ্নিজ্বালা ভোগবতী জলে!

সুভদ্রা। কী হবে উপায় তবে ?—

রোহিণী। আমি জানি, আমি জানি রহস্য কাহিনী—
শুনিয়াছি দৈববাণী,—
সুভদ্রা অর্জ্জুন দুইজনে মিলি'
অগ্নিজ্বালা যদি লয় নিজ নিজ দেহে,—
শান্ত হয় জলধারা—তৃপ্ত হই পিপাসিতা
আমি—রক্ষা পায় জলহীন, আকুল মেদিনী!

অর্জ্জুন। সত্য যদি শোনো দৈববাণী,—
ভয় নাই তৃষিতা রমণী,—
তোমার রক্ষণ লাগি'—
রক্ষিবারে তাপিতা মেদিনী,—
সুভদ্রা অর্জ্জুন দোঁহে তোমারি সম্মুখে,
স্বেচ্ছায় বরণ করি আগ্নেয় প্রদাহ।

এসো বহ্নি, এসো জ্বালা হৃদয়ে মোদের—
শান্ত সুশীতল হো'ক্ শিলাবদ্ধ পিপাসার বারি।

[অগ্নি এক মুহূর্ত্ত জ্বলিয়া উঠিয়া নির্ব্বাপিত হইল। সুভদ্রা ও অর্জ্জুন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। অট্টহাস্য করিয়া রোহিণী অদৃশ্য হইল]

অর্জ্জুন। সুভদ্রা, সুভদ্রা,— (অর্জ্জুন সুভদ্রাকে ধরিলেন)

সুভদ্রা। পর্ব্বত কাঁপে কী প্রভু,—
গিরিশৃঙ্গ করে টলমল ?

অর্জ্জুন। না, না,—জ্ঞান হয়—
নীলকণ্ঠ সম মোরা করিয়াছি পান
যেন কোন তীব্র হলাহল,—
সেই বিষে কম্পান্বিত দেহ !
কিন্তু কোথা গেল পিপাসার্ত্ত নারী,—
ফিরে এসো—ফিরে এসো হে অপরিচিতা,—
ব'লে যাও—তৃষ্ণা কী মিটিল তব হে রহস্যময়ী ?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। নিয়তি ফেরেনা পার্থ পশ্চাৎ আহ্বানে,
গতি তার অনির্দ্দেশ্য, অজ্ঞাত অসীমে।

অর্জ্জুন। নিয়তি। কী কহ কৃষ্ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য কহি সব্যসাচী,—
ভীষ্মবধে তাপিতা জাহ্নবী,
পুত্রশোকজ্বালা তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে
সুদূর পাতালে ভোগবতীধারা জলে ছিল লুক্কায়িত।
নিয়তি নির্দ্দেশে—
সেই পুত্র শোকজ্বালা—

ভদ্রার্জ্জুন দুইজনে যাচিয়া ল'য়েছ !

অর্জ্জুন পুত্রশোক জ্বালা ! কেশব ! কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ নিয়তির চক্র পার্থ,—
আমি কী করিব ! চিন্তা করি নাহি ফল,
নিশা শেষ প্রায়,—ভদ্রারে রাখিয়া হেথা
শিবের মন্দিরে—
চল যাই সংশপ্তক সমর অঙ্গনে !

অর্জ্জুন। ভদ্রা ! একী দেবী !
কম্পান্বিত তনুদেহ,
গণ্ডমূলে বিন্দু বিন্দু জলধারা বহে,—
দেবী,—কাঁদিতেছ তুমি ?

সুভদ্রা না, না,—কী হেতু কাঁদিব আমি,
কেন হব ব্যাকুল চঞ্চল !
নিয়তিরে নাহি চিনি,—নাহি জানি অন্য কোনো
অদৃষ্টদেবতা ! আমার অদৃষ্ট তুমি,—
অদৃষ্ট আমার ঐ কৃষ্ণ—নারায়ণ !

অর্জ্জুন তাই বলো, তাই বলো প্রিয়তমে !
রথের সারথিরূপে যেইদিন লভিয়াছি
কৃষ্ণ-নারায়ণে—
সে মুহূর্ত্ত হতে জানি সুনিশ্চিত—
কপিধ্বজে অশ্ববল্গা সনে
জীবনের দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা
সমস্ত কামনা বাঞ্ছা সর্ব্বস্বের
নিয়ন্ত্রণ ভার—

সারথি শ্রীকৃষ্ণ নিজে ক'রেছে গ্রহণ।
হে কেশব, সুসজ্জিত করো রথ,—চলো রণাঙ্গনে ;
সত্য কহি, বিন্দু ব্যথা নাহি মোর মনে।
আঘাত যত্যপি আসে মৃত্যু শেল সম,
বক্ষ পাতি লবো দুইজনে !
তবু—তবু কৃষ্ণ একমাত্র সান্ত্বনা মোদের—
ত্রিলোক পাবনী মাতা জাহ্নবীরে মোরা
পুত্রশোক জ্বালা হ'তে করেছি শীতল !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[জয়দ্রথের শিবির]

শকুনি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ! হে অতুলমানী ভাগিনেয় আমার! এ যুদ্ধে গ্রহরাজরূপী এই মাতুল শকুনি তোমার স্কন্ধে ভর ক'রেছেন। আর ভয় কী? তুচ্ছ এ সমর-সাগর ; একেবারে জগৎসাগর পার! হাঃ হাঃ হাঃ—সপ্তরথী মিলে অভিমন্যু বধ! অভিমন্যু বধ!! শকুনি, এর ফল কী হবে বলো তো? বলো!—হাঃ হাঃ হাঃ—

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। সিন্ধুরাজ! একী, মাতুল! একাকী!
কোথা জয়দ্রথ?

শকুনি। কী জানি, গিয়াছেন তোমার শিবিরে বুঝি।
এই হেথা এতক্ষণ চ'লেছিল আনন্দ-উৎসব—
কতো সীধুপান, কতো গান, কতো না নর্ত্তন!
হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু এ কী বৎস,
তোমারে বিষণ্ণ কেন হেরি,—
কালিরণে অভিমন্যে বধি,
জয়লক্ষ্মী সমারোহে এনেছ বহিয়া।
এ যে তব রণজয়-গৌরব রজনী!

দুর্য্যোধন। রণজয়? এই রণজয়
জীবনের সবচেয়ে বড লজ্জা মোর।
বংশ মান কলঙ্কিত হোলো!
তার চেয়ে মনে হয়—ভালো ছিল এই যুদ্ধ নাহ'লে কখনো।
তবে হেন ভাবে একে একে নিবিত না
বংশের দেউটী, শুকাতো না জীবন নির্ঝর।

শকুনি। তবে সমরে কী কাজ ছিল? হস্তিনার সিংহাসনে—
বসাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে নির্ব্বিবাদে
আশ্রয়ে থাকিতে তার সুখে।

দুর্য্যোধন। না, না, সে কী কথা!
পাণ্ডব আশ্রয়ে রব আমি!!

শকুনি। কেন, ক্ষতি কী তাহাতে? বেশ,—আশ্রয়ে থাকিতে
না চাও,—অর্দ্ধরাজ্য দিয়ে পাণ্ডবেরে

আর অর্দ্ধ রাখিতে নিজের। যুদ্ধ বাধিত না,—
কুলের প্রদীপগুলি বাঁচিয়া থাকিত, সবই হ'ত।
কেন যে তা করিলে না বুঝিতে অক্ষম।

দুর্য্যোধন। জন্ম নিয়ে গান্ধারের গিরিপল্লী বনের আড়ালে
ভারতবংশের কার্য্য বুঝিতে এসোনা।
দুর্য্যোধনে তুমি কী বুঝিবে ? করি নাই
রাজ্যের বিচার। শুধু অর্দ্ধ কেন ? ফেলে দিতে পারি
সসাগরা ধরণীর সর্ব্ব অধিকার—তৃণখণ্ডসম
অই দীন, ভিক্ষু পাণ্ডবেরে। কিন্তু রে মাতুল,—
মান—মান—মান মম জীবন সর্ব্বস্ব।
যুধিষ্ঠির সিংহাসন পাশে স্ফীত বুকে
দাঁড়াবে অর্জ্জুন, হাসিবে কুটিল হাসি
বৃকোদর আমারে চাহিয়া, সভাজন উচ্চকণ্ঠে
করিবে প্রচার—"পাণ্ডব ধরণীধর"—
না—না এ কখনো সহিতে নারিব।
পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে তীব্র অপমান,
অপমান রাজসূয়কালে,—তার জ্বালা
মর্ম্ম মোর দহে নিরন্তর। ইন্দ্রপ্রস্থে
স্ফটিক প্রাচীরে যবে আঘাত লাগিল—
ভীমের সে খল্‌খল্‌ হাসি—
না—না—না, সব পারে দুর্য্যোধন,
প্রাণ দিতে পারে—তবু—তবু ঐ হাসি—
ঐ অপমান—অসহ্য, অসহ্য মোর।

শকুনি। অপমান ? কে করিবে অপমান তোমা!

পথের ভিক্ষুক পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আর তুমি—ভারত সম্রাট।

দুর্য্যোধন। "ভারত সম্রাট্"—
উপহাস সম নিত্য কানে বাজে মোর!
স্তোক্‌বাক্য! মিথ্যা—মিথ্যা—!
রে মাতুল, পাণ্ডব প্রাণের রাজা—
আমি বাহিরের। কে বলে ভিক্ষুক তা'রে
পদতলে যা'র—আপনি লুটায়ে পড়ে
জগতের যতেক সম্পদ, যত শ্রদ্ধাঞ্জলী?
সম্রাট্—সম্রাট্ আমি,—
আব পাণ্ডবেরে বরমাল্য দিল
নারীশ্রেষ্ঠা দ্রুপদ-কুমারী,—
পাণ্ডবের রথের সারথি—
নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ আপনি।

শকুনি। বৎস, এক কাজ করো তুমি।
রথ রশ্মি নামাইয়া গোয়ালাপুতের হাতে
তুলে দিয়ে এসো দধিমন্থনের দড়ি।
ঘর্ঘর ঘুরিবে ভালো পাণ্ডবের রথ
কুম্ভকার চক্রসম।
রেখে দাও—রেখে দাও,
যেমন পাণ্ডব—তেমনি সারথি তা'র।
মনে দুঃখ বাসিও না—
অতুল সুখের মাঝে যাপিছ জীবন।

দুর্য্যোধন। সুখ! সুখ শান্তি কিছু নাই মোর।

সে কেবল পাণ্ডবের।
দেখনি মাতুল তুমি,—আজ মনে পড়ে—
সেই সন্ধ্যাকাল ! যুদ্ধ অন্তে হিরণ্বতী তীরে
পঞ্চ ভাই আসিয়া দাঁড়ালো, সম্মুখে
দাঁড়ালো কৃষ্ণ। আকাশের পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
দেখিলাম—রিক্ত তাপসের বেশ,
দিব্য জ্যোতি প্রতি অঙ্গে খেলে !
কতোদিন প্রাতঃসূর্য্য আলোক ধারায়
গঙ্গাতীরবাসী ঋষিমুখে
পুণ্য বেদমন্ত্র শুনিয়াছি ; এ যেন—
তাহারি মূর্ত্তি ! অন্তরে জাগিল ভয়—
জাগিল সম্ভ্রম ! তাই দূর হ'তে
বহুদূর হ'তে—অতি সঙ্গোপণে
আপনারে করিয়া আড়াল—যুক্তকরে—

শকুনি। প্রণাম ? প্রণাম করিলে পাণ্ডবেরে ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

দুর্য্যোধন। সাবধান। সাবধান হে মাতুল,—
শুদ্ধ হোক্ রসনা তোমার। পাণ্ডবে প্রণতি !!
আমি মানী দুর্য্যোধন,—ভারতসম্রাট্।

শকুনি। তাই বলো—তাই বলো—

দুর্য্যোধন। পাণ্ডব প্রকট হেতু মরণের নামান্তর
জীবন আমার। অর্থ, বিত্তদানে পারি নাই
তাই অত্যাচারে মানবের কণ্ঠ করি রোধ—
স্তব্ধ করি গুণগান পঞ্চপাণ্ডবের।

আত্মপণ ! আত্মপণ পাণ্ডব—বিনাশে—

(জয়দ্রথ ও দুঃশাসনের প্রবেশ)

সিন্ধুরাজ ! মহৎ গৌরব তব আগত জীবনে ;
কালিকার রণে—ব্যূহদ্বারে তোমারে স্থাপিব পুনঃ ।
বীরত্বে তোমাব রথীকুল সর্ব্ব গর্ব্ব
ম্লান হইয়াছে, লাজে নতশির সবে ।
অশ্রুত অপূর্ব্ব সমর হবে কাল ;
সে সমরে তব স্থান অতি সম্মানিত ।

(জয়দ্রথ মাথা নীচু করিয়া রহিল)

এ কী ! নীরব কী হেতু ? এ সম্মান
শির পাতি' নাহি লও বিপুল গৌরবে ?
ম্লান মুখ, আনত নয়ন !
কী হ'য়েছে সিন্ধুরাজ ?

জয়দ্রথ । কৌরব-ঈশ্বর, আমারে বিদায় দাও তুমি ।

দুর্য্যোধন । কেন,—কোথা যাবে ?

জয়দ্রথ । আপনার দেশে ।

দুর্য্যোধন । কেন ?　　(জয়দ্রথ নীরব রহিল)

দুঃশাসন । অর্জ্জুন ক'রেছে নাকী পণ—
কালিকার রণে দিবাকর অস্ত না যাইতে
জয়দ্রথে নিধন করিবে,—
অন্যথায় প্রবেশিয়া জ্বলন্ত অনলে
করিবে আপন দেহ পাত ।

শকুনি । হাঁ—হাঁ—সেই পণ—

দুর্য্যোধন । কে ক'রেছে ?

দুঃশাসন। অর্জ্জুন।

দুর্য্যোধন। তাই বটে ; অকস্মাৎ মহোল্লাস
শুনিলাম পাণ্ডব-শিবিরে,—
পাঞ্চজন্য দামামা নির্ঘোষ—

জয়দ্রথ। আমারে বিদায় দাও তবে,
দেশে ফিরি এইবার—

দুর্য্যোধন। দেশে ফিরে যাবে ? সহজ সরল কথা
কহ সিন্ধুরাজ—পলায়ন করিবারে চাহ ?

শকুনি। সেই রূপই বটে—

জয়দ্রথ। না—না, নহে পলায়ন। অপূর্ব্ব কৌশল এক
উদ্ভাবন করিয়াছি আমি ; দেশে ফিরে গেলে
অর্জ্জুনের পণরক্ষা কভু হইবে না।
বিনা কষ্টে, বিনা পরিশ্রমে
মনোরম পূর্ণ হবে আমা সবাকার।
অর্জ্জুন ত্যজিলে দেহ জ্বলন্ত অনলে
শক্তিহীন সমস্ত পাণ্ডব।

দুর্য্যোধন। দেহরক্ষী—দেহরক্ষী প্রয়োজন তব ;
নহে যেথা যাও—কৃষ্ণার্জ্জুন
কেশে ধরি আকর্ষণ করিবে তোমারে।

জয়দ্রথ। উত্তম। আমার বিশ্বস্ত আছে
সিন্ধুসেনাদল। আরও কিছু সাথে দাও যদি—

দুর্য্যোধন। অনেক—অনেক পাবে—

জয়দ্রথ। বহু কৃপা মমপ্রতি হে রাজেন্দ্র তব—
চিরদিন রহিবে স্মরণ।

জীবন অর্পিব আমি তোমার সেবায়।
তব দত্ত দেহরক্ষী ল'য়ে আজি রজনীতে যাই—

দুর্য্যোধন। নহে রজনীতে,—প্রাতঃসূর্য্য আলোক উদয়ে—

জয়দ্রথ। যাবো আমি।

দুর্য্যোধন। কুরুক্ষেত্র সমর অঙ্গনে
পণবদ্ধ পাণ্ডবের আগে।

শকুনি। হাঃ হাঃ হাঃ!

জয়দ্রথ। একী পরিহাস?

দুর্য্যোধন। বীরবেশে রণযাত্রা অরাতি নিধনে
ব্যঙ্গ পরিহাস ভাবা শেখে নাই মানী দুর্য্যোধন।

জয়দ্রথ। নরনাথ!

দুর্য্যোধন। কথা কহিও না আর, ত্যজ' হীন ভয়।
জেনো স্থির—যেতে আমি দেবনা তোমায়।
কালি কুরুক্ষেত্র রণে কৌরবের সর্ব্বশক্তি
দেহরক্ষা করিবে তোমার।
বুঝিব পাণ্ডব কত শক্তি কত বল ধরে।
কালি রণে এপক্ষের কার্য্য শুধু তোমার রক্ষণ।

নেপথ্যে বিদুর—না—না—আর নহে রণ!

দুর্য্যোধন। কে?

শকুনি। বিদুর। তাহার পিছে বিকর্ণ—তোমার ভাই—

(বিদুর ও বিকর্ণের প্রবেশ)

বিদুর। বৎস দুর্য্যোধন!—রাখো অনুরোধ,—
এইবার রণ ক্ষান্তি দাও। পিতা তব
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতীব কাতর;

সর্ব্বনাশ হইল সাধন ;—কুলধ্বংস আর করিও না।

দুঃশাসন। শুনিলাম মোরা। আপনি এখন
স্বস্থানে পারেন যেতে।

বিদুর। বৎস—
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কারণ পাণ্ডব প্রকট।
তুমি তাহে বাদী হইও না।

দুর্য্যোধন। আমার কর্ত্তব্য আমি ভালমত জানি,
বুদ্ধি দিতে ডাকিনি কাহারে।
নিজ মান লয়ে কুটীরে ফিরিয়া যাও।
জানি আমি বিজয় আমার।

বিদুর ধর্ম্মপক্ষ নাহি লও যদি—
কেমনে বিজয় হবে ?
জানো না কি, যুগস্রোত বয়েছে এবার !—
অধর্ম্ম করিতে নাশ—
গোলকের প্রভু মোর ভূলোকে নেমেছে ;
বাঁশী তাঁর অসি হ'য়ে উঠেছে জ্বলিয়া !

দুর্য্যোধন। এ উন্মাদে কে আনিল হেথা ?

বিকর্ণ। আমি আনিয়াছি।
চ'লে এসো হে তাত বিদুর,
আরও অপমান হ'তে ইচ্ছা আছে ?

বিদুর। বৎস, শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি।
মম বাস—সম্মান কি অপমান—
সবার অতীত তীরে।

দুঃশাসন। হবে না ? প্রভু তব ননী চোরা ভগবান নিজে।

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যে নাগর-রতন—
রাসলীলা করে নিত্য গোয়ালিনী সনে।

শকুনি। এবং ব'লে দাও—
পঞ্চস্বামী-সোহাগিনী দ্রৌপদীর সনে
অতি সখ্য ভাব যাঁর—

বিদুর। আহা-হা! জগৎপ্রণম্যা সেই দেবী।
কৃষ্ণ তারে ক'রেছেন কৃপা—
নিজে "সখি" বলি' ডাকেন গোবিন্দ।

দুর্য্যোধন। যাও—যাও বৃদ্ধ,
ভিক্ষার পায়স-অন্ন জ্বালের সময় হ'ল।
ভোগ দাও গিয়ে ভগবানে।

দুঃশাসন। বল তো আনিয়া তারে বেঁধে রাখি
তব কুটীরের বংশদণ্ড সনে—

বিকর্ণ। চলে এসো, চ'লে এসো, হে তাত বিদুর,—
নিষ্ঠুর এ বাক্য তুমি কতো বা শুনিবে?

শকুনি। হঁ্যা, তাই যাও। কৃষ্ণভক্ত,—
মুখের কথায় তব অপমান নাই,
দেহের কার্য্যটী এবে রহিয়াছে বাকী।

দুর্য্যোধন। উত্যক্ত করিল সবে।

বিদুর। ভাল, চলিলাম।
হে আমার প্রেমের ঠাকুর,—
জানে না, বোঝে না এরা কী বলে তোমায়!
তুমি ক্ষমা কোরো প্রভু—জ্ঞানহীন বলি'।

[বিদুরের প্রস্থান। বিকর্ণও যাইতেছিল,

কিন্তু দুর্য্যোধনের কথায় ফিরিল]

দুর্য্যোধন বিকর্ণ, কেন এসেছিলে তুমি ?

বিকর্ণ। আসি নাই নিজের ইচ্ছায়।
অনুরোধ করিলেন বিদুর আমারে
তাই আসিলাম।
নহে রাজদরশন কামনা আমার মনে
অতীব প্রবল নহে।

দুর্য্যোধন বিকর্ণ, মনে রেখো,
তোমার এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে জানি।
রাজদরশন নাহি চাও।—
এই দণ্ডে আজ্ঞা দিলে দূর দেশান্তরে
অন্ধ-কারাগৃহ তব হবে বাসভূমি।

বিকর্ণ। বেশ ! দাও তবে সেই আজ্ঞা !
হে অগ্রজ, বলো কোথা মোর হবে নির্ব্বাসন ?
তুমি আর এই তব সহচরদল—এ ছাড়ি'
সাক্ষাৎ নরক—সে যে স্বর্গ ব'লে মানি।
জানোনা কী, তব কীর্ত্তিকথা,
আশৈশব তব কার্য্য যত,
যেজন দেখেছে চোখে, কানে শুনিয়াছে—
তোমাদের সঙ্গ ত্যজি' দ্বীপান্তর বাস
অভিশাপ নহে তার—শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ ?

দুর্য্যোধন বিকর্ণ।

বিকর্ণ। রক্ত আঁখি দেখাও কাহারে ?
নহি ধর্ম্মাত্মা বিদুর আমি—

মৌন হ'য়ে সব স'য়ে যাবো।
কিম্বা নহি—এই তব দুঃশাসন, জয়দ্রথ,
মাতুল শকুনিসম—অতি ভক্ত রক্তনয়নের
অপমান প্রসাদ মানিয়া—
নত হ'য়ে বার বার করিব প্রণাম।

দুঃশাসন। বিকর্ণ! (তরবারি বাহির করিল)

দুর্য্যোধন। থাক্ থাক্—

শকুনি। বিদুর হইল দূর—রহিল বিকর্ণ।
আরে বামোঃ এবার বাঁচিলে হয় নিজ নিজ কর্ণ!

বিকর্ণ। কেন কী হেতু করিলে বীর কোষবন্ধ অসি?
বর্ম্মহারা এই বুকে হানো।
বীরত্ব কাহিনী জানায়েছো নিখিল জগতে,—
নির্লজ্জ ব্যাধের সম—সপ্তরথী মিলি'
হত্যা করি সুকুমার শিশু। (জয়দ্রথ চঞ্চল হইল)
চঞ্চল—চঞ্চল কেন তুমি সিন্ধুরাজ?
এখনও কহি হিতবাণী।
যাহা করিয়াছ, করিয়াছ;
তবু ইষ্ট যদি চাও—
দয়াশীল, ন্যায়নিষ্ঠ পার্থের চরণে—

দুর্য্যোধন। সাবধান—সাবধান বিকর্ণ!
কাহার সম্মুখে কথা কহ!
সম্রাট্ তোমার আমি—

বিকর্ণ। মুক্তসত্য বলিবারে বিকর্ণ না ডরে কোনোজনে;
হোন্ তিনি দম্ভপুষ্ট ভারতসম্রাট্—

কিম্বা নিজে জগৎ ঈশ্বর।

দুর্য্যোধন। কিন্তু মনে রেখো—জ্যেষ্ঠ আমি তব।

বিকর্ণ। হ্যাঁ, তোমার অনুজ হ'য়ে জন্মিয়াছি আমি।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু—
এই পাপপুরী মাঝে আজও আমি
করিছি বসতি। তারই প্রায়শ্চিত্ত হেতু—
রে অত্যাচারী,—তবু—তবু হে আমার
জ্যেষ্ঠ সহোদর,—কুরুক্ষেত্রে তব পার্শ্বে রহি'
ভাগ্যহত এজীবন ডালি দিয়া মম
লভিব অনন্ত মুক্তি
ভ্রাতৃত্ব দাসত্ব হ'তে তব—।

[বিকর্ণের প্রস্থান]

দুর্য্যোধন শত সহোদর মাঝে কনিষ্ঠ বিকর্ণ,
তাই তার এত স্পর্দ্ধা সহিছি নীরবে।
যে হোক, সে হোক্,—চলো সবে
দ্রোণগুরু পাশে। করিব বিচার—
কিরূপে রচিব ব্যূহ, কি নিয়মে রণ,—
কি প্রকারে কলি হবে অর্জ্জুন বিনাশ।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বনপার্শ্বে শিব মন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে ধ্যানমগ্না সুভদ্রা। গভীর রাতের আকাশকে কাঁদাইয়া বৈতালিক গাহিয়া গেল]

(বৈতালিকের গান)

ভূভার হরণ ছলে
কি খেলা খেলিছ হায়।
চন্দন বলি রক্ত মাখালে
তাপিত ধরার গায়॥

গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী
কাঁদে তরঙ্গ রোলে।
দুটী তীরে তার নিশি জাগে মাতা
সন্তান শব কোলে॥
চিতানল সনে বালিকা বধূর
সিন্দুর মুছে যায়॥

[গান শেষ হইলে বৈতালিকের প্রস্থান। অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ সখি, কোথা গেল ?
এখানেও নাহি তো উত্তরা।

দ্রৌপদী। কী জানি, কোথায় তবে ?
তোমার আদেশে—
ভদ্রা তারে সাথে এনেছিল

শঙ্করে পূজিবে ব'লে।
দেবতার শ্রীচরণযুগে মনোব্যথা
নিবেদন করিতে করিতে—
ধ্যানমগ্না ভগিনী আমার। কিন্তু
অভাগিনী উত্তরার একী দশা প্রিয় ?
তিলমাত্র মন নহে স্থির, চঞ্চল অধীর,
বজ্রগর্ভ মেঘে যেন বিজলীর জ্বালা !
কী হবে উপায় তবে ? শান্ত সমাহিত চিত্তে
মহেশ্বরে কেমনে স্মরিবে ? হে কেশব,
মনে হয়,—অভিমন্যু নিয়ে গেছে
উত্তরারে সাথে। যে র'য়েছে—
নারী আত্মহারা মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা যেন ;
বড ভয় বাসি মনে।

শ্রীকৃষ্ণ। না—না—
শঙ্কা ত্যজ' প্রিয়সখি মোর !

দ্রৌপদী। দেখ নাই তুমি,—শঙ্করে পূজিতে এসে
কতবার ছুটে গেছে পাগলিনী প্রায়
সেনানী শিবিরে।
সবারে ডাকিয়া তুলি'—তীব্র বাণী কহে ;
কহে—"জাগো, রাত্রি অবসান—
"ওঠো, বর্ম্ম পরো, অস্ত্র নাও—
"ওই দেখ—অভিমন্যু অঞ্জলী পূরিয়া চাহে
"শোনিত তর্পণ।"—
কতো জ্বালাবিষে আকণ্ঠ ডুবিয়া গেছে !

মধুক্ষরা কালিকার সে উত্তরা—আজ যেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সাময়িক হেন উত্তেজনা—
প্রিয় সখি, স্বাভাবিক নয়।
শোক—শোকের আঘাত তারে ক্ষিপ্ত করিয়াছে।
আর—এরও প্রয়োজন আছে সৃজনলীলায়।
নারীর এ প্রতিহিংসা হোমাগ্নি সমান
মিথ্যা, পাপ, ধরণীর যত গ্লানিভার
দগ্ধ করি' দিবে। অত্যাচারী মানবের
শত অত্যাচার, সাধুজনে উৎপীড়ন—

[শ্রীকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন]

দ্রৌপদী। এ কী! বলিতে বলিতে অকস্মাৎ
কী হইল প্রিয়?

শ্রীকৃষ্ণ। (সমাধিস্থ) কে? সিক্ত দুটী আঁখির আহ্বানে
কে ডাকিল মোরে? একী? কোথা?
কৌরব-শিবিরে কেন আনিলে আমারে?
হেথা কী কারণ মম আবাহন?

দ্রৌপদী। কৌরব-শিবিরে? কাহার আহ্বানে
এমন ব্যাকুল তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নিসম দিব্য জ্যোতি তব
আবরিত ভিক্ষুকের অজিন্ বল্কলে।
নয়নে গঙ্গোত্রীধারা হে প্রেমতাপস—

দ্রৌপদী। বুঝিয়াছি।
স্মরিলেন মহামতি বিদুর তোমারে।

শ্রীকৃষ্ণ। অপমান! অপমান!

তোমারে করিছে অপমান!
মদমত্ত দাম্ভিক কৌরব—

দ্রৌপদী। এ কী? অকস্মাৎ এ কী রুদ্ররূপ?
বহ্নিস্রাবী ভূধর সমান—
শ্যাম অঙ্গ কাঁপে থর থর,
পদ্ম আঁখি সঘনে ঘূর্ণিত—
স্রস্ত কেশপাশ, লুপ্ত চারু পত্রলেখা—
অলকা তিলকা!
সম্বর' সম্বর' দ্রুত হেন রুদ্ররূপ,
সৃষ্টি বুঝি গেল রসাতলে।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষমা! কেবল আমারে যদি
কহে রুষ্টকথা—
হাসিমুখে উপেক্ষিয়া যাবো,
কিন্তু তোমার এ অপমান—
তবু! তবু ক্ষমিতে হইবে!
কী বলিছ ওগো উৎপীড়িত!—
"হে আমার প্রেমের ঠাকুর,—
"জানে না, বোঝে না এরা কী বলে তোমায়,
"তুমি ক্ষমা করো প্রভু জ্ঞানহীন বলি।"
ভাল! ভাল!
হে ভিক্ষুক,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যা'রা—
উচ্চজাতি গর্ব্ব যাহাদের,—
তোমারে সম্মান দিতে নাহি পারে কভু,—
শূদ্রানী জননী তব।

কিন্তু, গোপনারী যশোমতী জননী আমার,—
আমার তো আছে অধিকার !
হে শূদ্র, হে লাঞ্ছিত জন,—
ব্রজের রাখাল তোমা করে নমস্কার !
(সমাধি ভঙ্গে) সখি, একী তোমার নয়নে কেন জল ?

দ্রৌপদী। কেন জল ? একথা সুধাও তুমি ?
ওগো রুদ্ররূপধারী,—কুরুক্ষেত্র বিপ্লবের
বিরাট সারথি,—তোমার সে ব্রজরূপ কেন ভুলে যাই ?
এ প্রলয় ঝঞ্ঝার দোলায়—
সেই মধু বৃন্দাবন আছে কী স্মরণ ?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবন। ভুলিব তাহারে !
কে ভোলাবে ? কে ভোলাতে পারে ?
কৈশোরে সে ব্রজপুরে গোধনচারণ—
শ্রীদাম, সুদাম সখা—বলরাম সনে
স্মরণ করো তো সখি !
হৃদয় পুলক ভোর, নয়নে স্বপন,
কদম্ব তমালতলে শ্রীবংশীবাদন,
ধেনুবৎস উর্দ্ধপুচ্ছ আনন্দ অধীর
মৌন মুগ্ধমুখে চায়, চোখে অশ্রুনীর,
যমুনা উজান বহে কলকল নাদ—
তরঙ্গে রোমাঞ্চ তা'র,—পূর্ণমসী চাঁদ
আকাশে জাগিয়া ওঠে—দুলে ওঠে তারার স্পন্দন।

দ্রৌপদী। শুনিয়াছি—শুনিয়াছি বহুবার ওগো প্রিয়তম,—
অপূর্ব্ব সে বাল্যলীলা চির মধুময়,—

কহ—কহ আরবার।

শ্রীকৃষ্ণ। শুনিয়াছ প্রিয়সখি,
সৈকতের নীপবনে বাঁধিয়া ঝুলনা
দুলিতাম রঙ্গভরে,—চরণ পরশে
পুষ্পিত হইত লতা—শ্যাম শষ্পদল।
বেণুস্বনে ঝুরিত মল্লার,—
আকাশে ভাসিত মেঘ—নদীবন পথে
সজল কাজল ছায়া ধীরে ফেলে যেত'।
শঙ্কাকুল বক্ষখানি নীলাঞ্চলে ঢাকা
নীরব চরণমুক্ত রতন মঞ্জীর
অভিসারে আসে মোর প্রিয়া।
যুগলে ঘিরিয়া—
হরিণ হরিণী নাচে—নাচে শিখিদল ;
কলাপের বর্ণচ্ছটা—
মেঘরন্ধ্রচ্যুত আলোক চুম্বনে কভু করে ঝলমল।

দ্রৌপদী। তারপর—
জানি আমি সেই নিষ্ঠুরতা।
শূন্য করি' বৃন্দাবন কদম্ব কানন
মথুরায় চ'লে গেলে হরি—
পিছনে যে আর্ত্তনাদ ক্রন্দনের রোল
উঠিল গুমরি'—
নিখিল জগতে তাহা পড়িল ছড়ায়ে।
মনে হয়—সেই অশ্রুধারে
রচিত হইল নীল লবণ সাগর,—

সে জমাট্ অশ্রুধারা—আজও ঝরে যেন
বাদলের ঘনো মেঘভারে।
কেন, কেন প্রিয় এত ব্যথা আনো ?
কেন এত নয়নের জল !

শ্রীকৃষ্ণ। এযে বড ভালবাসি সখি !
প্রেমের তাপস আমি—
বিরহ বেদনা দিয়ে তপস্যা তাহার।
মিলনের কল্পনা কমল—
অসীম বিরহ জলে করে টলমল !
বিরহ ব্যাকুল ব'লে ব্রজধাম এত প্রিয় মোর,
বিরহী চরণপাতে ধন্য নিশিদিন—
তাই বুকে মাখি ব্রজবেণু।

দ্রৌপদী। এত প্রিয়, এত প্রিয় সে ব্রজ তোমার ?
ভোলো নাই তা'রে যদি
তবে কেন বাঁশী ফেলি' ধরিয়াছ অসি ?
কুরুক্ষেত্রে কেন তবে সারথির বেশ ?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি মূঢজনে এ সারথ্য তব—
জীবহিংসা মনে করে।

শ্রীকৃষ্ণ। হিংসা ? সে তো তুমি জানো সখি,
হিংসা কভু নয়।
আঁধারে ঘিরেছে ধরা,
অধর্ম্ম ও অনাচারে লুপ্ত মানবতা !
তাই—তাই সখি,
সখার সে কপিধ্বজে শ্রীকৃষ্ণ সারথি।

দ্রৌপদী। সার্থক নয়ন মোর, সার্থক শ্রবণ!
লীলামূর্ত্তি—লীলাকথা—
দেখিনু—শুনিনু। শ্রীমুখে আমারে
"সখি" সম্ভাষণ নিতি করেন গোবিন্দ,—
ভদ্রা মোরে ডাকে "দিদি" বলি'।
জীবদেহধারী—
এহ'তে সৌভাগ্য কেবা লভে কোন্ যুগে?

শ্রীকৃষ্ণ। সখি, নিশীথিনী সুগভীর হোলো,
যাও এবে শিবির প্রাকারে।
ধর্ম্মরাজ শোকে মূহ্যমান,
শোকাতুর পাণ্ডব সকল,—
সবারে প্রবোধ দাও;
স্নেহস্পর্শে সিক্ত আঁখিগুলি তন্দ্রাচ্ছন্ন করো—
বিশ্রামের বড়ো প্রয়োজন।
প্রভাতে সমর হবে কালি। যাও সখি,—

দ্রৌপদী। আর তুমি?

শ্রীকৃষ্ণ। আসিতেছি পশ্চাতে তোমার।

দ্রৌপদী। চলিলাম তবে হৃষিকেশ!
সখীর মরম ব্যথা সবই তুমি জানো।
বিস্মৃত হোয়োনা প্রিয়তম—
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি দীন পাণ্ডবের।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলিব পাণ্ডবে? তবে মোর অস্তিত্ব কোথায়?
কারে নিয়ে ধরণীর পথে হবে

নব অভিযান ? পাণ্ডবে ভুলিব ?
সেদিন ভুলিব আপনারে—

নেপথ্যে উত্তরা। জাগো অরিন্দম—জাগো অরিন্দম—

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা !!

(উত্তরার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা !

উত্তরা। কে ? মাতুল গোবিন্দ ?
রথাশ্ব প্রস্তুত তব ? বাঁধিয়াছ রথপার্শ্বে
কালান্তক শায়ক সমূহ ? পাঞ্চজন্যে
ক'রেছ নির্ঘোষ ? নীরব থেকোনা ;
ভুলিয়াছ প্রভাতে সমর !

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলি নাই। কিন্তু মাতা,—
প্রভাতের অনেক বিলম্ব ;
অর্দ্ধনিশা শেষমাত্র এবে।

উত্তরা। অর্দ্ধনিশা ! আশ্চর্য্য !
নয়নের ঘুমঘোর কাটেনি তোমার।
পূর্ব্ব কোণে ঐ দেখ রক্তোজ্জ্বল ছটা।
না—না—মুহূর্ত্ত সময় নাই—
চ'লে এসো তুমি !

শ্রীকৃষ্ণ। সুগভীর রজনী এখনো।
চিরদিন বাণী মম গ্রহণ ক'রেছ মাতা
অসীম বিশ্বাসে ; আজও কথা রাখো।
সত্য বলিতেছি—এ নহে প্রভাত কাল—
নয়নের ভুল তব, চিত্ত উন্মাদনা।

উত্তরা। নয়নের ভুল মম! হয়নি প্রভাত?
জাগে নাই অরুণ এখনো?—তবে—তবে—
কী দেখিছি! তন্দ্রাতুরা নিশীথের
ও কালো ললাটে কাহার শোণিত লেখা?
রক্ত! রক্ত! অতো রক্তধারা
শুষে নিল কা'র বুক চিরি?
বুঝি তা'র—বুঝি তা'র—

[উত্তরা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে মুখ লুকাইল]

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা! মা আমার!

উত্তরা। না—না,—তাই হোক্—
কালের এ কালতৃষা শেষ হ'য়ে যাক্—
হোক বিনিঃশেষ—কুরুক্ষেত্রে রক্তের উৎসবে।
কালি হ'তে রক্তাম্বর পরিবে বসুধা,
রক্তবর্ণ অসীম অম্বরে—
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা—দুলিবে কাঁপিবে—
রক্তের বুদ্বুদ্ সম।
রক্তবাষ্প বহিবে অনিল,
হোমানলে রক্তঘৃতাহুতি।
জল স্থল মরু গিরি বনানী প্রান্তর—
রক্ত—রক্ত—রক্তধারে করুক তর্পণ!
জাগো অরিন্দম—জাগো অরিন্দম—

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা!—

তৃতীয় দৃশ্য

[অর্জ্জুনের শিবির। রাত্রিকাল। অর্জ্জুন অভিমন্যুর একখানি প্রতিকৃতি আঁকিতেছিলেন। প্রতিকৃতির সম্মুখে স্থির হইয়া বসিয়া অর্জ্জুন বলিতে লাগিলেন]

অর্জ্জুন। অভিমন্যু! অভিমন্যু মোর!
নিজহস্তে রচনা করেছি
অশ্রুধৌত ধ্যানের মূরতিখানি তা'র।
এবার মেলিব ধীরে—
সেই দু'টী ঘনো নীল আঁখির পল্লব।
তা'রও আগে—ওই ওষ্ঠ দু'টী।
যেদিন প্রথম আধো আধো শিখেছিল
পৃথিবীর ভাষা—সেই হ'তে—সেই হ'তে—
আজও রণস্থলে সপ্তরথী বাণে
যবে ভূতলে পড়িল—ওই ওষ্ঠে—
"পিতা,"—"পিতা"—বলি ডেকেছে আমারে।
রঞ্জিত করিনু কতোবার,—
তবু যেন রক্তরাগ জাগাতে পারিনা।
আরও তপ্ত—আরও উষ্ণ—
আরও যেন সুনিবিড় ওষ্ঠ দু'টী তা'র—

[অর্জ্জুন রঞ্জনপাত্র বাঁ হাতে ধরিয়া অভিমন্যুর প্রতিকৃতির ওষ্ঠে রক্তিমাভা আঁকিতে গেলেন। সহসা কম্পিত হস্ত হইতে পাত্রটী পড়িয়া গেল। সারা প্রতিকৃতির গায়ে সেই রক্তবর্ণ]

একী !

রক্তসিক্ত দেহ তব !

[অর্জ্জুন সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন]

এত কেন ! এত রক্ত কেন !

কী, কী বলিছ অভিমন্যু ? হ্যাঁ, ক্ষত্রিয়,—

ক্ষত্রিয় তুমি,—সব্যসাচী সুভদ্রার শিশু ।

বাঃ ! চমৎকার ! চমৎকার !!

ওরে শিশু—হেন বিদ্যা জগত-দুর্ল্লভ—

কোথায় লভিলে তুমি !

আকাশে পলকহারা যতেক দেবতা,—

মুগ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব দানব—

অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব রণ—

[বাহিরের বাতায়ন তলে অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মতো জয়দ্রথ আসিয়া দাঁড়াইল । উৎকর্ণ, নিরুদ্ধপ্রায় নিঃশ্বাস তাহার]

এ কী ! এ কী ! সপ্তরথী একসাথে কেন !

না—না—না,—এ নহে সমর প্রথা !

[জয়দ্রথ বাতায়নতলে চঞ্চল হইল । অপরাধী অন্তর তাহার কাঁপিয়া উঠিল]

কোথা ভীম—কোথা বৃকোদর,—

ভাঙো—ভাঙো চক্রব্যূহ ! পারিলে না ?

কে রে দ্বারে তুই ?—জয়দ্রথ !!

ওরে অভি'—

ক্ষত অঙ্গ তোর ! রুধির ঝরিছে !!

(দ্রুত উত্তরী ছিঁড়িলেন)

রথচক্র ভগ্ন অসি করে ধরিয়াছ—
তবু দস্যুদল—ওঃ অবিচার—অবিচার—
জালে বদ্ধ সিংহের শাবক—ত'ারে ঘিরি শেষে—উঃ—
দস্যু—দস্যু—রে কিরাত—

[জয়দ্রথ বাতায়নের নিকট হইতে সভয়ে পালাইতেছিল। অর্জ্জুনের শেষ কথাটী যেন তাহাকেই আহ্বান মনে করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বারবার অপরাধের ক্ষমা চাহিতেছিল। অর্জ্জুনের চোখে চোখ পড়িল। ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে কাকুতি জানাইল]

জয়দ্রথ। ভিক্ষা—ভিক্ষা—

অর্জ্জুন। কে রে তুই ?

জয়দ্রথ। ভিক্ষা—ভিক্ষা—

অর্জ্জুন। রণ !

জয়দ্রথ। ভিক্ষা চাই—ভিক্ষা—

অর্জ্জুন। না—আর নাহি হবে রণ,—শেষ হ'য়ে গেছে।
দুর্দ্দান্ত শিশুটী মোর—এতক্ষণে ক্লান্তদেহে—
ওই—ওই দেখ ঘুমায়ে প'ড়েছে।
ডাকিও না তারে আর ! দুরন্ত বালক,
হয়তো উঠিবে জেগে,—এই শ্রান্তদেহ ল'য়ে—
আবার ছুটিবে অস্ত্র করে। না-না, যাও তুমি।

জয়দ্রথ। কী হবে। কী করি উপায় !

অর্জ্জুন। ওরে শিশু ; ওরে মোর রাজার দুলাল,—
ফুল সুকুমার তনু—কেন লুটায়েছ' এই পথের ধূলায় !
বড় শ্রান্ত তুমি ! আহা-হা—দুলাল আমার।
আবার জাগিবে,—

আবার ও বাহুদুটী লতাইয়া দিবে আমার এ কণ্ঠ' পরে !
ঝরণার কলহাসি মাঝে—"পিতা, পিতা" বলি'
কতবার, কত মধু দু'কাণে ঢালিবে।
আমি ওর দুই ওষ্ঠে অজস্র চুম্বন ভরি' দেব' !
না—না—ঘুম ভেঙ্গে যাবে ! ঘুমাও, ঘুমাও তুমি
দুলাল আমার ! উৎকণ্ঠিত জাগরণে রহিনু শিয়রে !

জয়দ্রথ। উঃ—দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ মোর !
কী দেখিতে আসিনু হেথায় !
যাই—ফিরে যাই,—
এত সকরুণ !

অর্জ্জুন। বড় সকরুণ, নয় ?
দেখ, দেখ—কেমন ঘুমায়ে আছে,
যেন স্বপ্নে আঁকা ছবি একখানি !
কিন্তু জানোনা তো কী দুর্দ্দান্ত শিশু !
সারাদিন খেলিয়াছে কতো রক্তে রাঙা হোলীখেলা !!
পৃথিবী হইল রাঙা, রাঙা হোলো সাগরের জল,—
গ্রহ তারকার হার, সমস্ত আকাশ—
সেই রঙে—লাল—লাল হ'য়ে গেল।
তারপর—তারপর অকস্মাৎ—
সপ্তসিন্ধু-রক্তস্রোত মথি'—
জাগিয়া উঠিল—সাতজন বিরাট দানব !!
নরনামে দিল পরিচয় !
আমি জানি—নরাকার মহাদৈত্য তা'রা।
নিঃসঙ্গ একক শিশু,—তাহারে ঘেরিল

সেই সপ্ত দুরন্ত দানব! "ক্ষুধা—ক্ষুধা—ক্ষুধা" বলি'
বীভৎস চিৎকারে আকাশ চিঁড়িয়া ফেলি'—
মেলি' দিয়া শাণিত নখর—

জয়দ্রথ। ভিক্ষা—ভিক্ষা—হে পার্থ,
ভিক্ষা চাই তোমার সকাশে—

অর্জ্জুন। অ্যাঁ—কী !!

জয়দ্রথ। শুধু ভিক্ষা দাও মোরে—

অর্জ্জুন। না—না,—ফিরে যাও! আর রণ চাহিও না;
রণ নাহি হবে। অভি' মোর করিছে বিশ্রাম;
আমিও বিরাম নেবো আজ!
শুধু একবার—একবার
রণে মোর আছে আকিঞ্চণ—
কিন্তু সে তোমার সঙ্গে নয়; যাও—

জয়দ্রথ। তবে—কে সে?

অর্জ্জুন। সে—সে—

জয়দ্রথ। কে?

অর্জ্জুন। এই বুকে অগ্নির অক্ষরে দেখ লেখা—

জয়দ্রথ। তুমি বলো—তুমি বলো—

অর্জ্জুন। লেখা—

জয়দ্রথ। লেখা—

অর্জ্জুন। জ-য়-দ্র-থ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। উঃ—ক্ষমা—ক্ষমা—

অর্জ্জুন। ফিরে যাও,— কারো সাথে আর মোর
যুদ্ধ কাম্য নহে। চলে যাও—

জয়দ্রথ। হে পাণ্ডব-রথি,—চিনিতে পারোনা মোরে ?
আমি সেই জয়দ্রথ।

অর্জ্জুন। কে ? জয়দ্রথ তুমি ? হাঃ হাঃ হাঃ—
ভাল—ভাল,—ওগো মহাবীর,—
বলো তবে কী উদ্দেশ্যে তব আগমন ?
অভি' বুঝি ঘুমায়েছে ? অপূর্ব্ব সুযোগ এই,—না ?
কিন্তু,—আজ সে তো একা নয় !
দ্বারে তার জাগ্রত প্রহরী—
শঙ্কর-বিজয়ী সব্যসাচী !
যাও,—গৃহে ফিরে যাও বন্ধু !
ভালো—ভালো অভিনয় !
জয়দ্রথ ! জয়দ্রথ তুমি !—

জয়দ্রথ। হে ফাল্গুনি,—ক্ষমা ভিক্ষা চাহি অশ্রুচোখে,
তবু মোরে চিনিতে পারোনা ?
ভাল ক'রে দেখ একবার,—তোমার দুয়ারে
আপনি এসেছি আমি—ভাগ্যহত সেই জয়দ্রথ !

অর্জ্জুন। কী বলিলে ! তুমি ? তুমি সেই ?

[অর্জ্জুন জয়দ্রথের নিকটে গিয়া নিবিষ্ট চোখে তাহাকে দেখিলেন। এবার বুঝি চিনিতে পারিলেন। সহসা "জয়দ্রথ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

অর্জ্জুন। জয়দ্রথ !!!

[অর্জ্জুন জয়দ্রথের হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন]

অর্জ্জুন। কী সাহসে—কী সাহসে তবে
একাকী সহায়হীন আসিয়াছ হেথা ?

কী সাহস—কী সাহস তোর ?

জয়দ্রথ।　হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব,—শোনো মোর কথা!
চ'লেছিনু মহেশ্বরে পূজা দিতে। তিনি মোরে
করেন রক্ষণ। অন্ধকার বনে—হারায়েছি পথ!
দূর হ'তে দেখিলাম তোমার শিবিব ;
বাষ্পের গুণ্ঠন-ঘেরা, শীর্ষে স্থির চন্দ্রালোক!
মনে হোলো, ধ্যানমগ্ন চন্দ্রচূড় ইঙ্গিতে ডাকিলা ;
সভয়ে আসিনু কাছে। অকস্মাৎ
অশ্রুজলে রুদ্ধ হোলো পথ। অন্তরের তলে
কে যেন সহসা হাহাকার কবিয়া উঠিল।
মৃত্যু-বিভীষিকা আসি' ঘেরিল আমারে—
তাই—তাই তোমার দুয়ারে আসি'
ভিক্ষা চাহিলাম।

অর্জ্জুন।　ভিক্ষা !!

জয়দ্রথ।　ভিক্ষা—ভিক্ষা দাও মোরে—

অর্জ্জুন।　হে বিশ্বের অন্তর্য্যামী দেব,—
শোনো—শোনো একবার—
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া ল'য়ে পথের ধূলায়—
ভিখারী করিল যেই জন,—
সেই দস্যু আমারই দুয়ারে আজ
সকাতরে ভিক্ষা মাগিতেছে !!

জয়দ্রথ।　ফাল্গুনী—

অর্জ্জুন।　ফিরে যাও—ফিরে যাও হতভাগ্য,
পল মাত্র বিলম্ব কোরোনা!

সুপ্তিমগ্ন পাণ্ডব শিবির। এখনও
ভীমসেন, সহদেব, নকুল জাগেনি,
এই অবসর—শীঘ্রগতি
প্রাণ ল'য়ে ফিরে যাও আপন শিবিরে!

জয়দ্রথ কিন্তু ক্ষমা, ক্ষমা কি পাবোনা আমি?

অর্জ্জুন। ক্ষমা! ওরে মূর্খ! কা'র কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর?
এখনও বুঝিতে না পারো—
দয়া, মায়া, স্নেহভরা মানুষ অর্জ্জুন,—
মৃত্যু হ'য়ে গেছে তা'র—ওই তব কুরুক্ষেত্রে
সপ্তরথী রণে। যে র'য়েছে—
সর্ব্বহারা তপ্ত স্মৃতি ল'য়ে,—সে যদি সহসা—
ওই—ওই জাগিল বুঝিরে সেই রক্তের দানব—

[অর্জ্জুন শয্যাপার্শ্বের তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন, তারপর বাতায়নে জয়দ্রথের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন]

হতভাগ্য, নিরস্ত্র এসেছো কোথা!!!
ধরো—ধরো,—কেড়ে লও—ছিনাইয়া লহ অস্ত্র
আত্মরক্ষা তরে—!
পালাও—পালাও—পালাও—

[অর্জ্জুন দ্রুত জয়দ্রথের পশ্চাতে বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিলেন—প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব]

হে কেশব,—হে আমার একান্ত নির্ভর,—
কতদূরে তুমি—

[আলোক নির্ব্বাপিত হইল। সেই অন্ধকারে অর্জ্জুনের কণ্ঠে ব্যথার কম্পন]

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। সখা—পার্থ—

অর্জ্জুন। এসেছো! কোথা ছিলে,—কোথা ছিলে রে নিষ্ঠুর
আমারে ফেলিয়া ?

[নীলাভ স্তিমিত আলোকে দেখা গেল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মস্তক কোলে তুলিয়া তাহার সর্ব্বদেহে হাত বুলাইতেছেন]

—নেপথ্যে রেকর্ড সঙ্গীত—

শ্রীকৃষ্ণ। অবসান চাঞ্চল্যের ?

অর্জ্জুন। বিদগ্ধ ললাটে রাখি' শ্রীহস্তের চন্দন পরশ
বাক্যহারা পাশে বসিয়াছ,
আর কী চাঞ্চল্য থাকে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ঘুমাও এবার প্রিয়তম,
রাখো অনুরোধ মম !
নিশীথিনী অবসান প্রায়,—
দূরে জ্বলে শুকতারা, পল্লব কাঁপিছে,
বনের আড়ালে জাগে নিশান্তের হিম-সমীরণ।
আর নয়, এবার তন্দ্রার কোলে লভুক বিরাম
জাগরণ-ক্লান্ত আঁখি দু'টী,—
অবসান হোক্ তব সর্ব্ব চঞ্চলতা।

অর্জ্জুন। আর তুমি কী করিবে ? (শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। শয়ন করিতে যাই।
আঁখি পাতা ঢুলে আসে তন্দ্রা জড়িমায়,
আমারও প্রয়োজন ক্ষণিক বিশ্রাম।
সখা, আসি তবে—

ঘুমাও—ঘুমাও—

[শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। নেপথ্য হইতে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। অর্জ্জুন নিবিষ্ট মনে গান শুনিতে লাগিলেন]

—নেপথ্যে স্তোত্র (রেকর্ড)—

[সঙ্গীত শেষ হইলে অর্জ্জুন যেন কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিলেন]

অর্জ্জুন। বিচিত্র—বিচিত্র তুমি!
মুগ্ধ মন আচ্ছন্ন করিলে
হে সুন্দর,—হে চির কিশোর,—
অরূপের কী মোহন রূপে ?
বাঃ—কোথা জাগে ছলছল জলের কল্লোল,—
চোখে এ কী নীলাঞ্জন মায়া!

(অর্জ্জুন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িলেন। একটু পরে আকাশে ঝড় জলের প্রলয় তাণ্ডব আরম্ভ হইল। হুহু করিয়া মত্ত বায়ু বাতায়ন পথে গৃহমধ্যে গুমরিয়া উঠিল। অর্জ্জুনের তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। একদৃষ্টে বাহিরের এই ঝঞ্ঝার উল্লাস দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন)

অর্জ্জুন। দিকে দিকে অকস্মাৎ ঘনায়েছে
এ কী রে দুর্য্যোগ!
সৃষ্টির স্মরণ-বার্ত্তা কহিয়া আসিছে
কালরাত্রি দুরন্ত নিষ্ঠুর!

[একটু পরে ঝড় জলের মধ্যে উত্তরার দূরাগত কণ্ঠ শোনা গেল]

নেপথ্যে উত্তরা। পিতা—পিতা—

অর্জ্জুন। এ কী। কে—কেরে তুই!!—

(অর্জ্জুন বাহিরে ছুটিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন ভাবে শয্যায় উপবেশন করিলেন)

অর্জ্জুন। স্বপ্ন! স্বপ্ন! মরীচিকা!!

(অর্জ্জুন বাহিরের দিকে তাকাইলেন, এমন সময় উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। পিতা—

অর্জ্জুন। উত্তরা!

(অর্জ্জুন উত্তরাকে দেখিয়া আপনার আকুলতা দমন করিলেন। কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ইঙ্গিতে উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার নিকট অত অস্ত্র শস্ত্র কিসের!)

উত্তরা। কী দেখ্‌ছো? এখনো বিলম্ব? ঝড় উঠেছে ব'লে কী দিবাকরের রথচক্রও রুদ্ধ হ'য়েছে? সমর হবে না আজ?

(উত্তরা স্বহস্তে অর্জ্জুনকে অস্ত্র বর্ম্মে সাজাইতে লাগিল। অর্জ্জুন বলিলেন)

অর্জ্জুন। সমর!

হইল স্মরণ!

কার মায়া স্পর্শে যেন—যেন ভুলেছিনু আপনারে,

ভুলেছিনু—অভিমন্যুহারা সব্যসাচী।

স্মরণ—স্মরণ হইল মোর।

ওগো শক্তি, দাও—দাও—

সর্ব্ব অঙ্গে বাঁধি দাও দুর্ভেদ্য কবচ—

অক্ষয় তূনীর পূর্ণ করো—

জ্বালাবহ্নি কালানল তেজে,—

গাণ্ডীবে পরশ দাও—শক্তি দাও নব—

রে আমার শক্তিরূপা, দ্যুতিময়ী মাতা!

সাজাও—সাজাও মাগো সন্তানে তোমার
মনসাধ মিটাইয়া আজ।

উত্তরা। মনসাধ! পূর্ণ হবে মনসাধ
আজিকার দিনান্তের যুগান্ত বেলায়!
যাও—যাও পিতা'—
আবার দেখিব তোমা'—শত্রুরক্তে গণ্ডুষ পুরিয়া
এ গৃহে ফিরিবে যবে।

অর্জ্জুন। ফিরি কী না ফিরি—ফলাফল
জানেন গোবিন্দ। কিন্তু মাতা, নিশ্চিত জানিও
আজিকার রণে—বিশ্বজন নেহারিবে
ফাল্গুনীর কালান্তক রূপ।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ। যুধিষ্ঠির বলিলেন)

যুধিষ্ঠির। ফাল্গুনি!—এই যে প্রস্তুত তুমি!
জননী আমার জাগরিত করিয়াছে সমস্ত শিবির।
সেনাদল উত্তেজিত সমর উল্লাসে।
বৃকোদর ধরিয়াছে গদা,—
অনুজ নকুল মোর, প্রিয় সহদেব—
সজ্জিত কার্ম্মুক বর্ম্মে। কিন্তু প্রিয়তম,—
কী দুর্য্যোগ ঘনায়েছে দিক দিগন্তরে!
রণযাত্রা পূর্ব্বভাগে,—প্রভাতে তপন রাগে
প্রতিদিন যে আশীষ ঝরে,—
আজ তাহা কোথায় লুকালো?
নব ভানু অরুণ বরণ—
তার আলো আজ মোর দেখা তো হোলো না!

বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন,
আমার জীবন মণি,—সর্ব্বস্ব অধিক
সূর্য্য সনে নিবদ্ধ যে আজ !!

অর্জ্জুন। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ—ঢাকিয়াছে
প্রভাত গগন। নহে এতক্ষণ—
পূর্ব্বাকাশে প্রসন্ন আলোকে—
সাধিষ্ঠান হইতেন দেব অংশুমালী !

উত্তরা। সূর্য্যোদয় ! সূর্য্যোদয় ! জগতের সূর্য্যোদয়
শেষ হ'য়ে গেছে। ঘনায়েছে যুগান্ত আঁধার !

ভীম, নকুল ও সহদেব। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও মাতা—

ভীম। প্রসন্ন নয়নে চাহো ওগো শক্তিরূপা ;
গদাধারী সন্তান তোমার—
সমর অঙ্গনে চলে—মর্ম্মজ্বালা নিভাতে জননী !
প্রলয়—প্রলয় আজ আগত জগতে।
এ দুর্য্যোগ, দুষ্ট দমনের তরে পরম সুযোগ ;
কালান্তক কাল নিজে সহায় হ'য়েছে !
কী বলো ফাল্গুনী ?
সহদেব,—রে নকুল প্রস্তুত তোমরা ?

নকুল। কালি দিবসান্ত হ'তে হ'য়েছি প্রস্তুত।
মর্ম্মভেদী এ বারতা যখনি শুনেছি,—
কোষবদ্ধ অসি মোর, তূনীরে শায়ক
আকুল আগ্রহে আছে শোণিত তর্পণে।

উত্তরা। ঝাঁপ দাও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্ধকার মাঝে।

স্মরণ রাখিও শুধু—
প্রতীক্ষায় দাঁড়ায়ে দুয়ারে
পতিহারা নারী এক বিশ্ব-বিরহিতা।
স্রস্তবাস, লুণ্ঠিত কুন্তল,
শ্মশান অনলরাশি বক্ষমাঝে জ্বলে!
ধরণীর শ্রেষ্ঠ শূরগণ,—
একটী মিনতি মোর, —সৃষ্টিনাশা মূর্ত্তি ধরো রণে—
দোলাও কালের কণ্ঠে অত্যাচারী মানবের
কোটী মুণ্ডমালা!
যাত্রা করো—যাত্রা করো সবে।

সহদেব। হে জ্যেষ্ঠ, আদেশ দেহ!

যুধিষ্ঠির। কী আদেশ দেবো আমি বুঝিতে না পারি!
বিভাবসু,—তুমি জানো—
কী বন্ধনে পাণ্ডব অদৃষ্ট আজ
তব রথচক্রসনে সংবদ্ধ র'য়েছে!

উত্তরা। পিতা, পিতা! কতো আর বিলম্ব করিবে?

অর্জ্জুন। হে অগ্রজ, কনিষ্ঠের লহ' এ বন্দনা;
কালক্ষেপ আর না উচিত।
নিয়তি কী লিখিয়াছে অদৃষ্টের ভাবী চিত্রপটে—
নাহি জানি, জানিবার নাহি কৌতূহল।
বাহিরে ঘনাক্ মেঘ,
ঝঞ্ঝা বায়ু বহুক্ উত্তাল।
হে জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বহারা এই বক্ষতলে—
এই মর্ম্মতলে মোর যে প্রলয় মাতে—

জানি আমি,—জানি আমি—
সে কেমনে বোঝাবো কাহারে !!
সর্ব্বসাধ—সর্ব্বকাম্য জীবনের
সাঙ্গ হ'য়ে গেছে। ছিনাইয়া নিয়ে গেছে—
যাক্—যাক্—গেল যদি
আমিও করিব সাঙ্গ নিয়তির খেলা।
ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,—রথের সারথি জনার্দ্দন,
করধৃত বিজয় গাণ্ডীব—ফাল্গুনীরে
রণক্ষেত্রে যদিবা গ্রাসিতে আসে—
মৃত্যু নিজে জীবন লভিবে—
সার্থক,—সার্থক হইবে সেইক্ষণ।
ফলাফল—কালাকাল—কিছুমাত্র করিনা বিচার।
সৃষ্টিনাশ সঙ্কল্প কেবল।

যুধিষ্ঠির। প্রাণাধিক প্রিয়তম,—
এসো তবে বীরত্বের জয়মাল্য লভি'।
সর্ব্ব অন্তরের মম আশীর্ব্বাদ লহ ;
ইষ্ট তোমা করুন্ রক্ষণ—দুর্ভেদ্য কবচে ঘিরি'।
কেশব,—কেশব, কোথায় এখনো ?
রথ কী প্রস্তুত ? স্নেহময় অন্ধ মন মানেনা বারণ,
মনে হয়—তা'রও ইচ্ছা বুঝি—
অপেক্ষিতে রবি আবির্ভাব হেতু।

উত্তরা। কভু নহে জেষ্ঠ্যতাত, হইতে পারেনা ;
রণযাত্রা—রণযাত্রা করো !

অর্জ্জুন। অসীম মমতাময় হে আমার আরাধ্য অগ্রজ,—

রবি আর্বিভাব হেতু বারম্বার কেন বা চঞ্চল ?
রবি আর্বিভাব ! রবি আবির্ভাব !
রণযাত্রা পূর্ব্বভাগে—
সত্য কহি রহস্য কাহিনী এক,—
পরম বিস্ময়ে পূর্ণ।
মেঘ আচ্ছাদিত ভানু—সে বুঝিবা নয়ন বিভ্রম !
যেন মনে হয়,—কে দাঁড়ায়ে দিগন্ত সীমায়
হাসিতেছে মৃদু মৃদু হাসে।
নবীন নীরদ শ্যাম—কান্ত কলেবর
অপরূপ মাধুরী বিকাশ।
নীল—নীল—ঘন নীল ছায়া—
তাহারি আডালে পড়িয়াছে দীপ্ত দিবাকর—
যেন দূরে—বহু দূরে।
এ রহস্য বুঝিতে না পারি।

যুধিষ্ঠির। কেশব,—কেশব,—কোথা তুমি এ সময় ?

উত্তরা। তাঁর লাগি চিন্তা কোন্ হেতু ?
যাত্রা করো রুদ্র তেজ ধরি'—
সে প্রস্তুত বহুক্ষণ।
খোলো—খোলো দ্বার ;
তবু যদি নাহি আসে—
"অযোগ্য সারথি" বলি' তিরস্কার করিব তাহারে,
রথ-রশ্মি কেড়ে নেবো নিজ হাতে মম।
সুভদ্রা জননী পারিয়াছে যাহা
নির্ম্মম অরাতি চক্রে পতিহারা নারী

নিশ্চয়—নিশ্চয়—পারিব আমি সে কার্য্য সাধিতে,
শাস্তি তরে সে খল বৈরীর !
প্রস্তুত হ'য়েছো কীনা বলো ?

অর্জ্জুন। প্রস্তুত—প্রস্তুত মাতা—

[উত্তরা রক্ত বসনাঞ্চল হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বলিতে লাগিল]

উত্তরা। হের' এই মহাশক্তি ; সারা নিশা—
দীর্ঘশ্বাস—অভিশাপ মন্ত্রে এরে
সঞ্জীবিত করিয়াছি আমি,
মর্ম্মজ্বালা কালানল মোর
প্রচ্ছন্ন এ মৃত্যুবাণ মুখে।
সৃষ্টিনাশা শক্তি ধরো !
তারপর,—এইবার খোলো দ্বার, ভাঙ্গো দ্বার—
এসো রথী আমার পশ্চাতে।

(উত্তরা সজোরে দুয়ারে আঘাত করিয়া খুলিয়া ফেলিল। বাহিরের দুর্য্যোগ থামিয়া গেল। আকাশের ঘন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে কাটিয়া মেঘমুক্ত প্রসন্ন প্রাতঃসূর্য্য আলোক বিস্তার করিলেন। সেই আলোকে দেখা গেল দ্বারদেশে সুসজ্জিত কপিধ্বজ রথোপরি সারথি শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। হস্তের ইঙ্গিতে অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিতেছেন)

শ্রীকৃষ্ণ। স্বাগতম্—স্বাগতম্—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রণস্থলের অপর অংশ—আকাশে রক্তরবি]

(ব্যস্তভাবে সহদেবকে ডাকিতে ডাকিতে নকুলের প্রবেশ)

নকুল। সহদেব ! সহদেব !!

(রক্তাক্ত দেহে সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। দাদা ! দাদা !!

নকুল। একা তুমি ! অগ্রজ পার্থের
কপিধ্বজ রথ কোথা ?
পারো নাই পার্শ্বে রহিবারে ?

(অদূরে কুরুসৈন্যের হাহাকার)

সহদেব। পলকের বিচ্যুতি আমার !
সারাদিন রহিলাম পাশে ! অকস্মাৎ
কোথা হ'তে ছুটে এলো মৃত্যু সম বাণ—
বক্ষ বিদ্ধ, মুহূর্ত্তের মোহ আচ্ছন্ন করিল মোরে।
যখন জাগিনু,—চেয়ে দেখি—
কোথা কপিধ্বজ !!

নকুল। সহদেব !—
এ কী ! আঘাত যে বড় গুরুতর !!
এখনো ঝরিছে রক্ত ঝলকে ঝলকে !!
প্রিয়ানুজ,—অনুরোধ রাখো ;

সম্মুখের শ্রেণী হ'তে একটী নিমেষ শুধু
সেনার আড়ালে পড়ো,—
বিশ্রাম—বিশ্রাম ক্ষণিক— (দূরে সৈন্য কোলাহল)

সহদেব। এ তোমার অনুরোধ দাদা !!
ওই অস্তমান সূর্য্য সনে—
পাণ্ডব অদৃষ্ট বদ্ধ! জীবন মরণ পণ!
অভ্যুত্থান—নহে তো বিলোপ—
চিরযুগ—চিরযুগ তরে!

নকুল। যাও, করো রণ জীবনান্ত করি'—
খুঁজে দেখ'—খুঁজে দেখ'—কোথা কপিধ্বজ!

[বক্ষ পার্শ্বের এক ঝলক রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া সহদেবের দ্রুত প্রস্থান]

নকুল। তপন বসেছে অস্তাচলে,—
কী হবে জানেন কৃষ্ণ!
রক্ত সূর্য্য—রক্ত সূর্য্য ॥

(নকুলের দ্রুত প্রস্থান। অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ভূমে রহি' ক্ষণকাল যুদ্ধ করো সখা!
ক্ষিপ্রগতি ছুটিয়াছে সমস্ত দিবস,
এবে আর নাহি পারে;
অশ্ব চতুষ্টয়—শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষত অঙ্গ,
মুখ হ'তে ফেনোদয় হয়—

[অর্জ্জুন বাণক্ষেপ করিলেন। আকাশে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। নেপথ্যে কুরুসৈন্যের হাহাকার শোনা গেল]

অর্জ্জুন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
কেন বন্ধু, কেন আর্ত্তনাদ ?
চক্রব্যূহ করো বিনির্ম্মাণ !
নিয়তিরে পেয়েছো সহায়—
চূর্ণ করি জঙ্গম পর্ব্বত—
ছিঁড়ি লয়ে উল্কার প্রবাহ,
সে আসি' গড়িয়া দিক্—
বর্ম্ম, ব্যূহ,—দেহরক্ষী উত্তুঙ্গ প্রাচীর।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[অর্জ্জুনের দ্রুত প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। এ জগতে নাহি আর !
মস্তিষ্কে ধ্বংসের লীলা—প্রলয় স্বপন !
বিভাবসু,—চলিয়াছ অস্তাচল পাটে ?
যাও,—যার রথ রশ্মি নিজহাতে
ধরিয়াছি রণে,—হিত তা'র আমিও দেখিব।

(নকুলের দ্রুত প্রবেশ)

নকুল। জনার্দ্দন,—জনার্দ্দন,—
দিবস তো নাহি আর। কী হবে উপায় ?
স্মরণে আকুল হই অগ্রজের পণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সে পণ কেমনে রহে—সে দেখিব আমি।
বিলম্ব কোরোনো আর, বড়ই সঙ্কটকাল,
যাও—যাও—। তার জীবনের পথে
সারথ্য ল'য়েছি আমি।

[শ্রীকৃষ্ণ ও নকুলের দ্রুত প্রস্থান। ব্যস্তভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ। ভীম প্রবেশ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য না করিয়াই অপর পার্শ্বে যাইতেছিলেন]

যুধিষ্ঠির। বৃকোদর! বৃকোদর!! বৃকোদর!!!

(ভীম আবার ফিরিল)

ভীম। কে? জ্যেষ্ঠ! নিজে ধর্ম্মরাজ।
রথ অশ্বহীন একাকী হেথায়?

যুধিষ্ঠির। কী হইবে রথ অশ্ব সেনা দিয়ে আর?
সর্ব্বনাশ উপস্থিত বুঝি,
উপায় কী করি বৃকোদর?

ভীম। উপায়? উপায় এই ভুজবল,
এই আমার গদা— (প্রস্থানোদ্যত)

যুধিষ্ঠির। কিন্তু হের পশ্চিম গগনে
পাণ্ডবের সর্ব্ব আশা চূর্ণ করি ওই—
ডুবিতেছে ভাগ্যরবি!
চিন্তা—চিন্তা—

ভীম। সে চিন্তা মোদের নহে;
তার লাগি' নিয়োজিত নিজে চিন্তামণি!
মম কার্য্য শুধু—এক দিক হ'তে—
অরি শির চূর্ণ করা গদার প্রহারে।

যুধিষ্ঠির। চিন্তামণি! চিন্তামণি!!

ভীম। যাও—যাও জ্যেষ্ঠ, অনুরোধ
বোঝো না কী তোমারে একাকী ফেলে
রথ অশ্বহারা,—যাইতে পারি না আমি

যাও—মিনতি দাসের—

যুধিষ্ঠির। করো রণ—রক্ষো পাণ্ডুকুল!

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান। এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া দ্রুত ভীমের প্রস্থান। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ)

দুঃশাসন। বিশ্বাস না হয়—সত্য দেখ'
ডুবে দিবাকর—

শকুনি। ডুবে দিবাকর। তবে কৃষ্ণ!—হুঁ হুঁ—
ডুবুক, ডুবুক সূর্য্য।
কৌরব, আনন্দ করো—নৃত্য করো সিন্ধুরাজ,
শেষ হো'ক্ উৎসবের পূর্ণ পাত্রখানি!
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
তবে এক কথা, সিন্ধুরাজ
নিজে দেখিলনা—
এ সাধের সূর্য্য অস্ত তা'র!

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ, ডেকে আনো—ডেকে আনো দুঃশাসন!

[দুঃশাসনের প্রস্থান]

দুর্য্যোধন। অধিক বিলম্ব নাহি আর,
অস্তরাগ পশ্চিম গগনে। ক্ষণপরে—
নামিবে অসীম কালো ধরণীর বুকে!
পাণ্ডব! পাণ্ডবের পণ!

শকুনি। দম্ভ হইলে তা'র অবশ্য পতন—
এ তো জানা কথা!

(দুঃশাসন ও জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ। সত্য! সত্য!

ঐ অস্তাচলে রবি !

দুঃশাসন। আপনি প্রত্যক্ষ করো।

দুর্য্যোধন। এসো—এসো সিন্ধুরাজ !
সকল দিনের শ্রম শেষ হ'য়ে গেল,
সূর্য্য বসে অস্তাচল পাটে।
কল্পনায় ভাবি নাই—এত শীঘ্র
অরি নাশ হবে। পার্থ গেলে
পাণ্ডব তো নির্ব্বাপিত, আগুনের
ভস্মকণা শুধু !

শকুনি। আশ্চর্য্য। বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে
কেহ কভু হেন পণ করে !!
আনন্দ—আনন্দ করো,—
পার্থের মরণকাল সমাগত বুঝি ?

জয়দ্রথ। নিশ্চয়। ওই সূর্য্য অস্ত গেলে
চিতানল জ্বালি'—ফাল্গুনী করিবে
তনুত্যাগ। যায়—যায় প্রায়—না ?

দুঃশাসন। হ্যাঁ,—অধিক বিলম্ব নাহি আর।

শকুনি। কিন্তু ও পক্ষে আছেন ভগবান—

দুঃশাসন। ভগবান! ভগবান !!
ওই দেখ' সূর্য্য অস্তগামী,—
দেখ' তাঁর লীলা—

জয়দ্রথ। হাঃ হাঃ হাঃ—দেখ'—দেখ'—
কৃষ্ণ ভগবান !!
মূঢ় নরে আচ্ছন্ন ক'রেছে গোপসুত—

ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী দিয়া।
ছলনা চাতুরী করি' নিত্য লয় পূজা,—
খায় দুগ্ধ ননী সর উদর পূরিয়া।
ভগবান! ভগবান!!
ভাল,—কোথা কৃষ্ণ-ভগবান—
সূর্য্য অস্ত যায়—
এইবার রক্ষা করো সখারে তোমার!
এসো,—ধীরে এসে রবিপথ—
রুদ্ধ ক'রে যাও!
যাদুকর—শুধু যাদুকর—

[অদূরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব। তখনও ঠিক সূর্য্যাস্ত হয় নাই, মনে হইল যেন রক্তবর্ণ রবি রশ্মি ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার বক্ষমাঝে মিলাইতেছে। জয়দ্রথ প্রভৃতি তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া পিছন ফিরিয়া মহা আগ্রহ কলরবে এই আকস্মিক সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিল]

জয়দ্রথ ও দুঃশাসন। ওই—ওই—

দুর্য্যোধন। গেল—গেল—

শকুনি। কিন্তু—কিন্তু মনে হয়—
এ যেন কেমন! বড়ো অকস্মাৎ যেন!

[ধীরে ধীরে সূর্য্যরশ্মি নিঃশেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহ-নিঃসৃত নীল জ্যোতি পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল। সূর্য্যাস্ত ভাবিয়া জয়দ্রথ প্রভৃতি উল্লাসকলরবে মাতিয়া উঠিল। চারিদিকে কৌরবের জয়ধ্বনি শোনা গেল]

জয়দ্রথ। এইবার অর্জ্জুনের চিতায় প্রবেশ!

দুর্য্যোধন। চলে এসো—চলে এসো—

চিতা বহ্নি সবে মিলি' করি প্রজ্জ্বলিত।

[সকলের প্রস্থান। অপর দিক হইতে যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ। নেপথ্যে দুর্য্যোধনের কণ্ঠ শোনা গেল]

নেপথ্যে দুর্য্যোধন। কৈ—কোথা সব্যসাচী!
এসো, অনলে প্রবেশ করো,—
পণরক্ষা হো'ক্!

যুধিষ্ঠির। সূর্য্য শেষে অস্ত গেল। পণরক্ষা হ'ল না পার্থের?
জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!!

ভীম। কেন হাহাকার?
আগত মোদের পরম আনন্দক্ষণ—
সার্থক হইবে সব শ্রম;
উল্লাস—উল্লাস করো!

যুধিষ্ঠির। ভীমসেন!—ভীমসেন!!

ভীম। আশ্চর্য্য। এ কী চঞ্চলতা!
মহাজ্ঞানী ধর্ম্মরাজ,—তোমারে বোঝাবো শেষে
আমি? এই গদাধারী ভীম?
জানো না কী সুনিশ্চিত,
যেইক্ষণ ফাল্গুনীর মুখ হ'তে
পণ-বাণী হোলো উচ্চারণ—সেই হ'তে—
তা'র রথ-রশ্মি এক হাতে ধরি'—
অন্য করে আকর্ষণ করিছে গোবিন্দ—
আদিত্যের সপ্ত-অশ্ব-রথ।
শান্ত—শান্ত আর্য্য।

[ভীম যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত, ঠিক এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাদের অলক্ষ্যে পিছন দিয়া চলিয়া গেলেন—পুনঃ রবি আবির্ভাব হইল]

ভীম। দেখ'—দেখ জ্যেষ্ঠ—
ওই—ওই—রবি আবির্ভাব দেখ'।

যুধিষ্ঠির। এ কী স্বপ্ন !!

ভীম। এর চেয়ে বড় সত্য কভু জানি নাই।
চলে এসো—চলে এসো হে অগ্রজ—
ফাল্গুনীর হেরি রণলীলা।—

(যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রস্থান করিলেন। শকুনি ও জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়দ্রথ। এ কী হোলো হে মাতুল ?

শকুনি। কী আবার হবে ?
মোর পানে একবার—আকাশে আবার—
কী দেখিছ চেয়ে ?
এই আমি মাতুল শকুনি ;
আর আকাশের ওটা
ঘোমটা তুলিয়া ফেলা, অস্ত-রবিদেব।

জয়দ্রথ। যাদুকর—যাদুকর গোপের নন্দন
ওই আসে অর্জ্জুনের সনে ;—
পালাই—পালাই আমি !

(জয়দ্রথ ও শকুনির প্রস্থান। পশ্চাৎ দিক হইতে অর্জ্জুনের দ্রুত প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কোথা যাবি, কোথা যাবি পাপ সিন্ধুসুত।
কালান্তক কাল তোরে আকর্ষণ
করিয়াছে কেশে। মৃত্যু নেয়ে

দুরন্ত তস্কর।

[অর্জ্জুন বাণক্ষেপ করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ। নেপথ্যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজিয়া উঠিল]

ভীম। ওই—ওই ওঠে পাঞ্চজন্য বিজয় নির্ঘোষ।
হের' জ্যেষ্ঠ,—রণজয়ী কৃষ্ণার্জ্জুন
আসে এই দিকে।

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। সংবাদ ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিজয়—বিজয়—জয়দ্রথ বধ !!

(চারিজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে যাইতেছিলেন। সহসা ভীম সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন)

ভীম। দাঁড়াও, আগে তা'র উষ্ণ রক্তে
অঞ্জলী পূরিয়া আনি।
উত্তরা খেলিবে আজ রাঙ্গা হোলী খেলা,
প্রতিশোধ! প্রতিশোধ !!

[ভীমের দ্রুত প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর—গাহিতে গাহিতে বৈতালিকের প্রবেশ)

(বৈতালিকের গান)

ভূভার হরণ ছলে
কি খেলা খেলিছ হায়।
চন্দন বলি রক্ত মাখালে
তাপিত ধরার গায় ॥

গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা কাবেরী
কাঁদে তরঙ্গ রোলে।
দুটী তীরে তার নিশি জাগে মাতা
সন্তান শব কোলে ॥
চিতানল সনে বালিকা বধূর
সিন্দুর মুছে যায় ॥

[বৈতালিকের প্রস্থান]

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকীর প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। অবসান কুরুক্ষেত্র রণ!
ভারত শ্মশান শিরে—
নররক্ত-স্নাত ওই লোহিত তপন
ডুবে যায় অস্তাচল চূড়ে!
দাঁড়ায়ে এ শবপূর্ণ আ-দিগন্ত প্রসারিত—
মেদ মাংস অস্থি স্তূপ মাঝে,
ব্যাকুল চঞ্চল হিয়া

বারম্বার এই প্রশ্ন সুধায় সাত্যকী,—
"এই নরমেধ মহাযজ্ঞ তরে—
কে বা দায়ী,—কী কারণ
এ সংহার লীলা !"
সত্য বটে,—ভূভার হরণ তরে—
নরদেহ ক'রেছি ধারণ ; কিন্তু হে সাত্যকী,—
ধরা যদি মগ্ন নাহি হোতো পাপস্রোতে,—
অধর্ম্ম ও অনাচার পর্ব্বতের ভার সম
যগ্যপি না ধরণীবে নিমগ্ন করিত
প্রয়োজন ঘটিত না এ ধ্বংসলীলার !
নিজদোষে—নিজদোষে দুর্য্যোধন
সবংশে মজিল,—এ মহা ভারত তীর্থ
করিল শ্মশান।

নেপথ্যে গান্ধারী। কে, কে বলে আপন দোষে মজে দুর্য্যোধন, এমন অপূর্ব্ব বাণী উচ্চারণ করিতেছে কেবা ?

শ্রীকৃষ্ণ। কে ! কা'র কণ্ঠ ?

সাত্যকী। বাসুদেব, আসিছেন পুত্রহারা
আপনি গান্ধারী !

শ্রীকৃষ্ণ। জননী গান্ধারী হেথা ?

(সহচরী সহ গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। গান্ধারী ? হ্যাঁ, সেই সে গান্ধারী আমি,—
ইন্দ্র সম শতপুত্র গর্ভে ধ'রেছিনু,—
মণি-হর্ম্ম্যে—স্বর্ণময় পালঙ্ক উপরে
শতপুত্রে পাশাপাশি শায়িত করিয়া,—

কত না বিনিদ্র নিশা দূর শূন্যে চেয়ে—
ভাবিতাম আপন অন্তরে,—
ইন্দ্রের অমরাবতী
নামিয়া এসেছে বুঝি, হস্তিনার মাতৃশয্যা পরে !
আজি আসিয়াছি বাসুদেব—
সেই শতপুত্র দেহ—নিজহস্তে স্নাত করি,
পরায়ে চন্দন, স্বহস্তে সাজায়ে চিতা
একে একে শায়িত করিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। জননী গান্ধারী,—জানি মাতা
তোমার এ মহাশোকে নাহিক সান্ত্বনা।
তবু কহি, নিজ দোষে হত হোলো
পুত্রগণ তব।

গান্ধারী। নিজ দোষে!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রজ্ঞাময়ী তুমি মাতা,
তোমারে কে দিবে উপদেশ ?
ভেবে দেখ'—দুর্য্যোধন যুদ্ধকালে
চাহিলে আশীষ,—তুমিই বলিয়াছিলে,—
"যথা ধর্ম্ম তথা চির জয়"।
ধর্ম্মের বিজয় হোলো পাণ্ডব বিজয়ে ;
অধর্ম্ম ও অনাচারে কৌরব পতন।

গান্ধারী। জানি কৃষ্ণ, অধর্ম্ম আচরি ঘোর
মম পুত্রগণ, হত হোলো কুরুক্ষেত্র রণে।
সে কারণ অভিযোগ করিবনা তোমার সকাশে।
কিন্তু, জিজ্ঞাসি তোমারে বাসুদেব,—

অধর্ম্মের এ প্রবৃত্তি কে দানিল হৃদয়ে তাদের ?
অর্জ্জুনের রথে বসি' সারথ্য করিয়া
ধার্ম্মিক পাণ্ডব তরে জয়লক্ষ্মী বহিয়া আনিলে !
সেই সঙ্গে আমি যদি বলি
হৃদিস্থিতি হৃষীকেশ,—দুর্য্যোধন দুঃশাসন
হৃদয়ের রথে—তুমিই বসিয়া দেছ'
প্রবৃত্তি পাপের,—
অস্বীকার করিতে কী পারো ?
জতুগৃহ দাহ, পাপ অক্ষক্রীড়া, কুললক্ষ্মী
দ্রৌপদীর বসন হরণ বাঞ্ছা',—
অতি ঘোর পাশব প্রবৃত্তি—
তুমিই জাগায়ে হৃদে,—কালের করাল পথে
কেশে ধরি' আকর্ষণ করিয়াছ পুত্রগণে
মোর। শোনো কৃষ্ণ, শোনো দামোদর,—
তোমারি বিরুদ্ধে মোর গুরু অভিযোগ !
হে কেশব, পারিবে কী অভিযোগ
করিতে খণ্ডন ?

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা !—মাতা !—

গান্ধারী। চঞ্চল হোয়োনা কৃষ্ণ,
জানি আমি সাধ্য নাহি তব
এ প্রশ্নের দানিতে উত্তর !
কাজ নাই—কাজ নাই তোমার বিচারে।
জগৎ বিধাতা তুমি,—লীলাকর সীমন্তিনী
সধবার সিন্দুর মুছায়ে,—মাতৃহৃদে

জ্বেলে দিয়ে দাউ দাউ চিতার আগুন।

শ্রীকৃষ্ণ। হে জননী, নরদেহধারী আমি সামান্য মানব!
রক্ত মাংসে গঠিত এ দেহ,—
বিশ্বের বিধাতা মূর্ত্তি মোর মাঝে
করিয়া আরোপ—
অকারণ তিরস্কার কোরোনা আমারে!

গান্ধারী। নরদেহধারী তুমি সামান্য মানব?
অন্ধ স্বামী তরে বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত ক'রেছি
আঁখি—তাই বুঝি ভাবিয়াছ
বন্ধ দৃষ্টি মোর! দু'নয়ন বন্ধ করি,—
হৈমবতী পার্ব্বতীর তৃতীয় নয়ন জ্যোতি
লভিয়াছি জেনো কৃষ্ণ—সিন্দুর শোভিত
মোর ললাট মাঝারে।
সেই দিব্য আঁখি জ্যোতি ভেদ করি,—
ঐ তব মাংসময় দেহের পিঞ্জরে—
গোলকবিহারী মূর্ত্তি নেহারে সতত।
আমারে ছলিতে চাও বন্ধ আঁখি জ্ঞানে!
ভাল, ভাল, দেহধারী নারায়ণ—
শুন' মোর বাণী,—
কৌরব পাণ্ডবে তুমি যেই মত বিভেদ ঘটালে
ঠিক সেই মত তব বংশধারা মাঝে বিভেদ ঘটিবে!
কুরু পাণ্ডুকুল মাঝে আত্মনাশা হ'য়েছে সংগ্রাম,—
মম অভিশাপে—
যদু বংশ মাঝে, তোমার সন্ততিগণ

পরস্পর হানাহানি করি,—
ঠিক এই মতো শ্মশান শয়নে সবে
হইবে শায়িত।
গান্ধারীর অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হবে!
বংশ নাশে, পুত্রশোকে কী বেদনা বাজে,—
চন্দ্র সূর্য্য অভ্যুদয় যদি সত্য হয়—
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—যে হও সে হও,
হে মুরারী,—
তিলে তিলে তুমি তাহা বুঝিবে নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা!—মাতা!

———

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রভাস তীর—প্রমোদ গৃহ। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব]

প্রদ্যুম্ন। অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব এ প্রমোদ গৃহ! বৈজয়ন্তধামে দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসগৃহকেও হার মানিয়েছে—প্রভাস তীরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে নির্ম্মিত এই হর্ম্ম্য সুষমা!

শাম্ব। স্বয়ং যদুপতির আদেশে আজ প্রভাস তীরের এই গৃহে আমরা সমস্ত যদুবংশধর মিলিত হ'য়েছি আনন্দ উৎসবে। নৃত্য, গীত, আসব পানের আজ এই অবারিত আজ্ঞা,—এর কারণ কী বলতে পারো দাদা?

প্রদ্যুম্ন। কারণ আবার কী? তোর মনে নেই শাম্ব, সেদিনের কথা?

যেদিন ঋষিদের সঙ্গে কৌতুক কর্‌বার জন্য আমরা সব যদুবংশধরেরা তোকে মেয়েছেলে সাজিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম,—"প্রভু, এটী বভ্রুর বনিতা, আসন্নপ্রসবা ; গণনা ক'রে বলুন এর গর্ভে কী আছে ?" ঋষি ছলনা বুঝ্‌তে পেরে শাপ দিয়ে বল্‌লেন,—"ওর গর্ভে মুষল র'য়েছে ; সেই মুষল হ'তেই হবে যদুবংশ ধ্বংস ?"

শাম্ব। সব মনে আছে দাদা ! ভয়ার্ত্ত হ'য়ে আমরা যদুপতিকে সব কথা নিবেদন কর্‌লুম ! তাঁরই আদেশে মুষলটীকে ঘর্ষণ ক'রে এই প্রভাসের জলে অবশিষ্ট অংশটুকু ফেলে দিলুম। দেখেছো দাদা—প্রভাসের জলে,—সেই ঘর্ষিত মুষলের ফেনায় বিস্তৃত শরবন জন্মেছে !

প্রদ্যুম্ন। দেখেছি ভাই ; সেই শরগুচ্ছগুলিকে আহরণ ক'রে যদুপতি আদেশ দিয়েছেন—আজ অস্ত্রপূজা ক'র্‌তে। মুষল ঘর্ষণ ক'রে ক্ষয় করলুম,—তবু আমাদের মনের ভয় দূর হোলোনা। দ্বারকায় বিনা মেঘে বজ্রপাত, রক্তবৃষ্টি প্রভৃতি বহু দুর্লক্ষণের সূত্রপাত হোলো ! তাইতো ভগবান আমাদের আপদ শান্তির জন্য এই প্রভাসতীরে যজ্ঞের আয়োজন ক'রেছেন, আর সেই সঙ্গে আনন্দ উৎসবের আদেশ দিয়েছেন। এবার সব আপদের শান্তি হবে ভাই, সকল বিপদের অবসান হবে।

(আসব পানে প্রমত্ত অবস্থায় সাত্যকী প্রবেশ করিলেন)

সাত্যকী। এই যে প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, তোমরা এখানে র'য়েছো। সমস্ত যদু বংশধরেরা মৈরেয়, বারুণী সুরা পান ক'রে আতপ্ত দেহে প্রভাস সলিলে ঝাঁপ দিয়েছে। সাঁতার কেটে প্রভাসের জলে একেবারে সমুদ্র মন্থন বা দধিমন্থনের হুল্লোর তুলেছে। আকণ্ঠ আসব পান ক'রে আমি ভাব্‌ছি যে, জলে ঝাঁপ দেবো,—না ঘুড়ি হ'য়ে আকাশে উড়বো ! বল'তো কোন্‌টা করি ?

প্রদ্যুম্ন। আর্য্য সাত্যকী, আপনি সুরাপানে এমন প্রমত্ত হ'য়েছেন ?

সাত্যকী। ধ্যেৎ, তোরা একেবারে নাবালক। সোমরস পান ক'রে কেউ বুঝি প্রমত্ত হয়? প্রমত্ত নয়রে, আমি হয়েছি সোমত্ত! যাই দেখিগে'—জলে ভাসি,—না আকাশে উড়ি! কোন্‌টা করি? ভাসি না উড়ি?

[সাত্যকীর প্রস্থান]

শাম্ব। "ভাসি না উড়ি!" হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। ভারি মজা তো। চলো না দাদা, আজ তো ওতে কারো বারণ নেই। দেখিগে'—আমরা ভাসি না উড়ি।

প্রদ্যুম্ন। বেশ, তাই চল। আর্য্য বলদেব হয়তো ওদিকে সব ক'টা হাঁড়ি চুমুক দিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছেন—শীগ্‌গির চল্।

[প্রদ্যুম্ন, ও শাম্ব প্রস্থান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ]

বলরাম। আনন্দ উৎসবে আজ মগ্ন যদুগণ,
প্রভাসের তীরে যেন এককালে
হইয়াছে কোটী চন্দ্রোদয়। এ উৎসব কালে
তোমারে বিমর্ষ কেন দেখি হৃষীকেশ!
চিন্তা চিহ্ন কেন তব ললাটে অঙ্কিত?

শ্রীকৃষ্ণ। না, না, চিন্তা কেন হবে আর্য্য?
আজি মোর মহা মহোৎসব,—
পূর্ণ হবে মনসাধ যত।
যাও আর্য্য,—
সুরামত্ত যদুগণ—প্রমত্ত কুঞ্জর সম করিছে বিহার!
তুমি পার্শ্বে থেকো,—দেখো,—
যেন অঘটন নাহি ঘটে কিছু।

বলরাম অঘটন কী ঘটিবে? যদি কিছু ঘটে—
মায়াধর তুমি কৃষ্ণ মূলাধার তা'র। বলিতেছ,—

যাই আমি ! তবে শোনো জনার্দ্দন,—
লাঙলী এ বলভদ্র,—আমি শুধু
ভূমিপৃষ্ঠে লাঙল চালাই, ফসল যা ফলে
তাহা তুমিই ফলাও ! [বলরামের প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। হে গান্ধারী ! শাপ দিয়েছিলে তুমি,—
কুরুপাণ্ডবের মতো মম বংশে বিভেদ ঘটিবে,—
যদুবংশ ধ্বংস হেরি আপন সম্মুখে
বংশনাশ ব্যথা আমি অন্তরে লভিব !
যাবচ্চন্দ্রসূর্য্যোদয়,—সতী বাক্য না হবে অন্যথা।
পূর্ণ যজ্ঞ আয়োজন—এবে শুধু বাকী—
আগ্নেয় শলাকা স্পর্শে
যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করা।
হে বিশ্বমোহিনী মায়া,—
ত্যাগ করো এইবার—এ যাদবকুল !
স্নেহ, প্রীতি, মমতা বন্ধন, টুটে যাক্—
যদুবংশ হ'তে। সহোদর ভুলে যা'ক্
সহোদর প্রেম ; পুত্রস্নেহ, পিতৃভক্তি, বাৎসল্য মধুর—
নিঃশেষে মুছিয়া যাক্ যাদবের হৃদয় আকাশে !
হে মায়া,—সমস্ত সঙ্গিনী সহ এই দণ্ডে
যদুগণে করো পরিহার !
বিভেদ, বিরোধবাঞ্ছা সুরামত্ত হৃদয়ে জাগিবে !
পূর্ণ হবে সঙ্কল্প আমার !

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান। মায়াকন্যাগণ প্রবেশ করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিল]

—মায়াকন্যাগণের গান—

চলো দূরে চলো দূরে।
ব্যথা সকরুণ বেহাগ কাঁদিছে
বাঁশরীর সুরে সুরে ॥
অশ্রুমতির জলে পড়ে মেঘ ছায়া
বলাকা পাখায় ঝরে কী বিধুর মায়া
পাণ্ডুর শশী ডুবে, শ্যাম গিরিচূরে ॥

[সঙ্গীতান্তে মায়াকন্যাগণের প্রস্থান। সাত্যকী ও কৃতবর্ম্মার প্রবেশ]

সাত্যকী। সত্য কহি, কহি শত বার,—
আমা সম বীর নাহি এ মহীমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের পক্ষে থাকি
আমারি অস্ত্রের মুখে
বধিয়াছি অযুত সেনানী।

কৃতবর্ম্মা। হাঁ, হাঁ জানি ভালো,
দেখায়েছো খুব বীরপণা।
অস্ত্রহীন, আহত কাতর
ভূরিশ্রবা নৃপতিরে বধিয়া সাত্যকী,
দেখায়েছো ভালো বীরপণা।

সাত্যকী। অস্ত্রহীনে বধিয়াছি আমি!
মিথ্যা কথা!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

সাত্যকী। এই যে কেশব—
তুমি বলো,—তুমি তো সকল জানো।
মোর বীরপণা কৃতবর্ম্মা না করে বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ। জানি আমি হে সাত্যকী,—
ভূরিশ্রবা বীর যবে কেশে ধরি
শূন্যে আকর্ষিয়া তোমা
বধিতে তুলিল তার শানিত কৃপাণ,—
মম অনুরোধে—রক্ষিতে তোমার প্রাণ
এলো ধনঞ্জয়। খড়্গাঘাতে দুই হস্ত করিল ছেদন।
ভূমে পড়ি' ভূরিশ্রবা ক্ষতদেহে করে আর্ত্তনাদ,—
আসন্ন মরণ সমাগত—
ঠিক্ সেই কালে বীরদম্ভে
তুমি তার কাটিলে মস্তক।

কৃতবর্ম্মা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

সাত্যকী। থাক্ থাক্ কৃষ্ণ, যথেষ্ট হ'য়েছে!
রণনীতি তুমি কী বুঝিবে?
অশ্ববল্গা ধরো গিয়া অর্জ্জুনের রথে।
সারথ্যের নীতি জানো, সেই কাজই করো,—
যুদ্ধনীতি চেয়োনা বোঝাতে।

কৃতবর্ম্মা। সাত্যকী! সাত্যকী!

সাত্যকী। হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য বলি।
কপট কুটিল কৃষ্ণ,—
অর্জ্জুনে ভুলায়ে নিয়ে গেল অন্যখানে,—
সেই অবসরে অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু
করিল বিনাশ। থাকিলে অর্জ্জুন তথা—
পারিত কী বধিতে তাদের?
নিজে খল, নিজে পাপাচারী, লজ্জাহীন সম তাই

অন্যজনে কহে কাপুরুষ !

কৃতবর্ম্মা। রে দুর্ম্মতি প্রমত্ত সাত্যকী,—
স্থরাপানে হইয়াছ এত জ্ঞানহারা !
বিশ্ব যাঁর চরণে লোটায়—
কমল আসন ব্রহ্মা যাঁর স্তব গায়
সেই কৃষ্ণে কহ কটু ভাষ !
বুঝিলাম মৃত্যু তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে !

(প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। কে ?—কে করিছে কৃষ্ণনিন্দা—
হেন স্পর্দ্ধা কা'র ?

সাত্যকী। আমার—আমার স্পর্দ্ধা !

প্রদ্যুম্ন। বধ করো,—বধ করো শীঘ্র পাতকীরে !

[প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকী উভয়ে অস্ত্র উদ্যত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। আঃ ! হেথা নয় ; যাও ঐ প্রভাসের তীরে !
যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক বংশের শূরগণ—সবে আছে তথা ;
দুই পক্ষ করিয়া গ্রহণ—
পরস্পর বাহুবল পরীক্ষা করিও !
অস্ত্র শস্ত্রে যদি নাহি হয় সঙ্কুলন—
মুষল-ঘর্ষিত শরে—তীর রূপে ধনুকে যুজিও !

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান]

প্রদ্যুম্ন, শাম্ব প্রভৃতি। বেশ, তাই চলো, তাই চলো সবে !

[প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকী, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতির প্রস্থান। নেপথ্যে কোলাহল হইতে লাগিল। বলরাম দ্রুত প্রবেশ করিলেন]

বলরাম। এ কী সর্ব্বনাশ! মদমত্ত
যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক সকল,—
পরস্পর অস্ত্র ল'য়ে করে হানাহানি,
উঠিছে তুমুল রোল গগন ব্যাপিয়া—
সৃষ্টি বুঝি ডুবে গেল প্রলয়ের শোণিত সাগরে!
আনন্দ উৎসব দিনে এ কী সর্ব্বনাশ!
হরিষে বিষাদ হোলো, হরিষে বিষাদ!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কোথা তুমি—শীঘ্র এসো—
নহে কুলধ্বংস হইবে এখনি।

[বলরাম ছুটিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও দারুকের প্রবেশ]

দারুক। ভগবান্! ভগবান্, এ কী হোলো ভগবান!!

শ্রীকৃষ্ণ। যদুবংশ ধ্বংস হ'তে নাহি আর বিলম্ব অধিক।
হে দারুক, মোছো অশ্রু, শোনো মোর কথা;
না, না, কাঁদিও না, কাঁদিও না, প্রাণপ্রিয় সারথি আমার!
আপনার মর্ম্মস্থল করিয়া ছেদন—
ভূভার হরণ ব্রত ক'রেছি পালন।
সেই পুণ্য ব্রতে মম—পরিম্লান করিও না অশ্রুর তর্পণে!
শোনো প্রিয়বর, প্রিয় পৌত্র বজ্র মোর
যদুবংশধর মাঝে আছে অবশেষ!
সেই শিশু পৌত্রে মম
গোপনে রাখিয়া এসো মথুরা নগরে।
কৃষ্ণের আত্মজ সেই, আমার বংশের
শেষ প্রদীপের শিখা, মধুপুরে রবে অনির্ব্বাণ।
তারপর হস্তিনায় করিয়া গমন—

প্রাণসখা ধনঞ্জয়ে দিও সমাচার।
বলিও তাহারে,—আজি হ'তে সপ্তম দিবস অন্তে
দ্বারাবতী সিন্ধুগর্ভে হইবে বিলীন!
বলভদ্র মহাযোগে ত্যজিবেন তনু।
পার্থ আসি পুরনারীগণে যেন
ল'য়ে যায় হস্তিনা নগরে।

দারুক। দয়াময়, আপনিও চলুন দ্বারকা।
কি কারণ,—একাকী রবেন এই প্রভাসের তীরে?

শ্রীকৃষ্ণ। একা! সবার মাঝে রে আমি সতত একাকী।
সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ একক।
হে সারথি, মোর তরে হোয়োনা ব্যাকুল।
কাল ব'য়ে যায় বন্ধু, বিলম্ব কোরোনা—
কার্য্য মম করো সমাপন।

দারুক। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[দারুকের প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

(হস্তিনার কক্ষ। নেপথ্যে স্তোত্রগান। উদ্‌ভ্রান্তের মতো অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। বাসুদেব। বাসুদেব—
কোথা তুমি পার্থ-সখা,—কোথায় লুকাও?
ফিরে এসো—ফিরে এসো সখা!—

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। প্রভু!—প্রভু!—

অর্জ্জুন। কে! সুভদ্রা,—
দেখেছো কী জনার্দ্দনে? ফিরে কী এসেছে সখা
হস্তিনাপ্রাসাদে?—

সুভদ্রা। না, না—কোথা জনার্দ্দন?
কুরুক্ষেত্র রণ অবসানে—
তিনি তো গেছেন ফিরে দ্বারকা নগরে।

অর্জ্জুন। কিন্তু আমি যে দেখিনু তাঁরে
এই খানে, এই গৃহে, আমারি সম্মুখে—
সে কী তবে স্বপ্ন শুধু?

সুভদ্রা। তাই হবে প্রভু,—স্বপ্নে দেখিয়াছ তুমি
প্রাণপ্রিয় সখারে তোমার। কিন্তু স্বামী,—
আনন্দ স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা আর শ্রীকৃষ্ণ চেতনা
চিরদিন উল্লাস প্লাবন আনে অন্তরে তোমার,
আজ কেন স্বপ্নে হেরি সে প্রিয় মাধবে—
উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তব? ঘর্ম্মাক্ত ললাট?
কেন প্রভু কম্পান্বিত দেহ?

অর্জ্জুন। জানো না, জানো না ভদ্রা—নিশা শেষে দেখিয়াছি
কী দুঃস্বপ্ন আজি!
স্মরণে এখনো দেবী কাঁপে কলেবর।

সুভদ্রা। কী সে স্বপ্ন? বলো, বলো মোরে প্রভু।

অর্জ্জুন। শোনো দেবী,—স্বপ্নে দেখিলাম,—
বাসুদেব ব'সেছেন শিয়রে আমার—

মৃদুকণ্ঠে কহিছেন—"জাগো সখা,
বিপন্ন আমার বংশ, এ বিপদে
কৃষ্ণসখা ধনঞ্জয় রবে কী ঘুমায়ে!
শীঘ্র ওঠো—চেয়ে দেখ দ্বারকার পানে।"
স্বপ্ন দৃষ্টে চেয়ে দেখি—
অসীম অকূল সিন্ধু, ফেণময় তরঙ্গ উচ্ছ্বল,
উন্নত অধীর ক্রুদ্ধ লক্ষ কোটী নাগিনীর মতো
এক কালে উঠিছে গর্জ্জিয়া—
ধায় সে প্রলয় সিন্ধু চতুর্দ্দিক হ'তে—
গ্রাসিতে শ্রীকৃষ্ণপুরী পুণ্য দ্বারাবতী।

সুভদ্রা। সে কী প্রভু! এ কী অলক্ষণ স্বপ্ন।
দ্বারাবতী গ্রাসিছে সাগর?
তারপর—তারপর কী দেখিলে প্রভু?
বাসুদেব তোমারে কী কহিলেন পরে?

অর্জ্জুন। ডাকিলাম উচ্চকণ্ঠে—
"কোথা সখা, কোথা তুমি পাণ্ডব-জীবন"?
চেয়ে দেখি,—সাগরের নীলে আর সুনীল গগনে—
কেশব শ্রীঅঙ্গ হ'তে—ঘনোনীল জ্যোতি এক সাথে
হইল বিলীন। অন্তর্ধান হোলো বাসুদেব।
দেহহীন দেবকণ্ঠে শুনিলাম শুধু—
"রক্ষা করো ধনঞ্জয় পুরনারীগণে,—
সমুদ্র করালগ্রাসে দ্বারাবতী নিমগ্ন না হ'তে!"
শ্রীকৃষ্ণ আদেশ মানি
যদুনারীগণ সহ—পরিহরি দ্বারাবতী হই অগ্রসর—

হেন কালে—হেনকালে
আশ্চর্য্য—অদ্ভুত এক বিচিত্র ঘটন !

সুভদ্রা। বলো প্রভু,—কী বিচিত্র ঘটনা ঘটিল !
কী দেখিলে তুমি ?

অর্জ্জুন। দস্যুগণ ধেয়ে এলো
হরণ করিতে—ভগবান বাসুদেব পুরনারীগণে—
আর্ত্তস্বরে কহে সবে—
"রক্ষা করো কৃষ্ণসখা বীর ধনঞ্জয়,
কৃষ্ণের মহিষীগণে রক্ষা করো দস্যুর কবলে !"
ভয় নাই—ভয় নাই বলি
গাণ্ডীব তুলিতে যাই—কিন্তু কী আশ্চর্য্য শুন ভদ্রাদেবী,—
থর থর কাঁপে হস্ত মোর—
দেহে যেন শক্তি নাই তুলিতে গাণ্ডীব !
বহু ক্লেশ, বহু যত্নে যদি বা তুলিনু ধনু,
আকর্ষি গাণ্ডীব করি শায়ক যোজনা
সামর্থ্য হোলোনা হায় ! হীনবল সামান্য মানব সম
বিকম্পিত হোলো দেহ, ঘূর্ণিত নয়ন !

সুভদ্রা। অসম্ভব এ কী স্বপ্ন তব ?
গাণ্ডীব ধরিতে নারে বীর ধনঞ্জয় !

অর্জ্জুন। এই স্বপ্ন দেখিয়াছি দেবী।
দেবনর যক্ষরক্ষ করেছি বিজয়,
কৌরব সমরে—
পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, মহাবীর কর্ণের সংহতি
কত অক্ষৌহিনী সেনা করেছি সংহার।

সংহারী ত্রিশূলী সনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করি—
লভিয়াছি পাশুপত ভীম প্রহরণ,—
সেই আমি সব্যসাচী, গাণ্ডীবী অৰ্জ্জুন—
কৃষ্ণকুলনারীগণে দস্যু করে লুণ্ঠিতা হেরিয়া
অক্ষম শিশুর মত করিনু রোদন।
লজ্জানিবারণ বুঝি,
অলক্ষ্যে থাকিয়া রক্ষিলা রমণীগণে—
দস্যু স্পর্শে সবে তারা সে মুহূর্ত্তে হইল পাষান।

সুভদ্রা। স্বপ্নে অসম্ভব সম—
শুনি এই স্বপ্ন কথা প্রভু,—
নাহি জানি, ইচ্ছাময় কেশবের হৃদিপদ্ম দলে
কী ইচ্ছা জেগেছে পুনঃ,
ভাবী কালচিত্রপটে অদৃশ্য লিখনে—
লিখেছেন যাদুকর কি দুর্ব্বোধ্য লিপি ?

অৰ্জ্জুন। দেখ, দেখ ভদ্রা,—বলিতে বলিতে—
দারুক আসিছে হেথা—সখার সারথী।
এসো—এসো হে দারুক,—

(দারুকের প্রবেশ)

কহ ত্বরা কুশল সখার ?
কুশলে তো আছে সবে পূণ্য দ্বারকায় ?

দারুক। কুশল ? হাঁ, সকলি কুশল।
মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণ—তাঁর পুরে অমঙ্গল কোথা!
আসিয়াছি হে পাণ্ডব, তব তরে
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বহিয়া—

অর্জ্জুন। কহ,—কহ ভদ্র,—মম প্রতি
কী আদেশ দানিলা কেশব ?
দারুক। শীঘ্রগতি তোমারে লইয়া যেতে দ্বারকানগরে
বাসুদেব পাঠালেন রথ। কহিলেন তিনি,—
"সাধের দ্বারকা মোর সিন্ধুগর্ভে হইবে বিলীন।
কহিও প্রাণের সখা বীর ধনঞ্জয়ে,—
মোর পুরনারীগণে সঙ্গে করে লয়ে যেতে
হস্তিনানগরে।"
অর্জ্জুন। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য ভদ্রা,
এ স্বপ্ন যে আমিও দেখেছি।
দারুক। স্বপ্ন দেখিয়াছ ?
অর্জ্জুন। হ্যাঁ, দেখিয়াছি আজি নিশাশেষে।
দুর্ব্বোধ্য বিচিত্র স্বপ্ন।
রক্ষিতে কৃষ্ণের নারী দস্যুর কবলে—
গাণ্ডীব ধরিতে আমি হয়েছি অক্ষম।
দারুক। সেকী! এই স্বপ্ন দেখেছ ফাল্গুনী,—
সত্য দেখিয়াছ ?
সুভদ্রা। একী! কম্পিত কী হেতু তুমি—
হে দারুক, অশ্রু কেন নয়নে তোমার ?
দারুক। শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী তুমি—তুমি বুঝিলেনা—
অভিন্ন কেশব আত্মা—তুমি ধনঞ্জয়—
তুমিও বুঝিতে না'র এ স্বপ্ন রহস্য।
হে গাণ্ডীবী—গাণ্ডীব ধারণ করো
কার বলে তুমি ? ভুবন বিজয়ী ওগো পর্থ পরন্তপ,

কাহার শক্তিতে তব ভুবন বিজয়!
স্বপ্নে যদি দেখিয়াছ—হীনবল হয়েছ অর্জ্জুন,—
নিশ্চিত জানিও তবে
সর্ব্বতেজ, সর্ব্ব শক্তি, এ বিশ্বের জ্যোতির আকর—
আপনারে আত্মমধ্যে সংহত করিছে!
দ্বাপরের দিব্যভানু অস্তাচলে লীনপ্রায়
প্রভাসের তীরে!

অর্জ্জুন। কী কহ—কী কহ দারুক তুমি?
প্রভাসের তীরে—

দারুক। না, না আর কিছু বলিবার নাহি অবসর।
শীঘ্র এসো ধনঞ্জয় প্রভাসের তীরে।
ত্রিলোক মাঝারে তুমিই রোধিতে পারো—
সখা বলে আলিঙ্গনে তুমিই রোধিতে পারো—
সে অস্ত রবিরে!
এসো পার্থ, কাল বয়ে যায়।

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রভাসতীর। বৃক্ষতলে বাণবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও পদতলে জরা]

জরা। প্রভু,—ভগবান্,—

শ্রীকৃষ্ণ। কাঁদিওনা—কাঁদিওনা নিষাদ,—
মোছ অশ্রুজল।

জরা। প্রভু, একী সর্ব্বনাশ কর্লুম আমি। হরিণ শিকার করতে এসেছিলুম

বনে। ঐ ডালে বসেছিলে তুমি! পাতার আড়ালে লালটুকটুকে শ্রীচরণ দোলাচ্ছিলে। আমি ভাবলুম হরিণের কান, তীর বিদ্ধ করলুম, ভগবানের রাঙা চরণ তলে। এ মহাপাতকের—এ অপরাধের কী প্রায়শ্চিত্ত আছে ভগবান্ ?

শ্রীকৃষ্ণ। না—না—অপরাধ করোনি নিষাদ!
মহা উপকার তুমি করেছ কৃষ্ণের।
আঁখির সম্মুখে মোর—
একে একে পুত্র পৌত্র আত্মজ সকল
প্রভাসের পুণ্যতীর্থে মুদিল নয়ন!
অনন্ত স্বরূপ মোর আর্য্য বলদেব—
ধ্যানবেশে তনু ত্যজি—দিব্যধামে গেছেন চলিয়া।
একা পড়েছিনু আমি বিশাল সংসারে!
তরুশাখে বসি—ভাবনায় অধীর চঞ্চল,
কী উপায়ে, কেমনে এ পিঞ্জর ত্যজিয়া—
প্রাণপাখী উড়ে যা'বে দূর নীলিমায়।
হে নিষাদ, তুমিই হেনেছ শর,—
ভেঙেছ পিঞ্জর—মুক্তির আনন্দে তোমা
প্রাণ ভরে করি আশীর্ব্বাদ—
দেহ অন্তে বৈকুণ্ঠ লভিও।

জরা। ভগবান, ভগবান,—এ মহাপাতকীকে একী আশীর্ব্বাদ করলে প্রভু ? তোমায় তীরবিদ্ধ করে যত না কেঁদেছি—তোমার আশীর্ব্বাদ যে আমায় তার চেয়েও বেশী করে কাঁদিয়ে দেয় প্রভু! তোমার শ্রীঅঙ্গে তীর বিঁধিয়ে আমার মহাপাতক হ'লো!

শ্রীকৃষ্ণ। হয়নি পাতক তব,—কী হেতু ক্রন্দন!
শোনো জরা,—পূর্ব্বজন্মে

ত্রেতাযুগে—তুমি ছিলে বালীপুত্র কুমার অঙ্গদ।
রাম অবতারে—অন্যায় সমরে যবে বধেছিনু
বালিরাজে জনকে তোমার,—
বর চেয়েছিলে তুমি,—
যেমন আমার শরে পিতা তব লুটালো ধূলায়—
সেই মত তব অস্ত্রে আমিও পড়িব।
বর দিয়া সত্যে বদ্ধ—আছিনু নিষাদ,
ত্রেতার সে ঋণ শোধ—হইল দ্বাপরে !!

জরা। ভগবান্,—

(নেপথ্যে অর্জ্জুন—সখা—সখা—)

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ আসে আমারে মেলানি দিতে—
ধনঞ্জয় প্রিয় সখা মোর !
যাও জরা,—হেথা নহে আর,—
নিভৃতে প্রাণের কথা জানাতে সখারে—
ব্যাকুল দুবাহু মেলি
বসে আছি প্রভাসের তীরে।

[জরার প্রস্থান এবং অর্জ্জুনের প্রবেশ]

অর্জ্জুন। সখা,—সখা,—
একী, একী সর্ব্বনাশ !
বানবিদ্ধ পদকোকোনদ,—
পূর্ণিমার ইন্দু কেন ধরণী লোটায় !
চন্দন চর্চ্চিত পুষ্পে যেই পদ পূজা করে
অষ্ট দিকপালসহ দেবেন্দ্র বাসব,—
সেই তব বিশ্বারাধ্য চরণ কমল—
কে বিঁধাল—কে বিঁধাল শানিত শায়কে ?

শ্রীকৃষ্ণ। হে ফাল্গুনী, নরদেহধারী আমি—
তাই দেহতরে নিয়তি অধীন।
নরলীলা অবসান—কার্য্য মম করি সমাপণ—
যাই এবে চিদানন্দলোকে। আমারে বিদায় দাও
হে আমার আত্মার আত্মীয়।

অর্জ্জুন। সখা—সখা—

শ্রীকৃষ্ণ। না—না—অশ্রুজল ফেলিওনা তুমি!
কর্ণে পশে বহুদূর হতে যেন কোন্
ব্যাকুল বাঁশরী! যে বাঁশী বাজানু ব্রজে,—
বাঁশুরীয়া হারা হয়ে সে মধু-ম লী—
আপনি আপন বক্ষে বুঝি সখা তুলেছে ঝঙ্কার!
ঐ তো কালিন্দীকূলে, বংশীবটমূলে
কদম্ব তমালতলে ডাকিছে আমায়,—
ব্রজবালা মনমধু ঢালি ওই গাঁথে বনমালা,—
আমারে সাজাবে বলে! বিজলী বরণী গোরী—
নিত্য রাসেশ্বরী ঐ আকুলা শ্রীমতী—
আমার মিলন লাগি প্রতীক্ষা করিছে।
যাই সখা,—আবার আসিব—
আবার এ ভারতের মহাতীর্থ মাঝে
একদেহে রাধাকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মূরতী ধরি—
জাহ্নবীর পুণ্যতটে প্রেমানন্দে নাচিয়া বেড়াব।
ভারতের পূতরেণু অগুরুচন্দন সম
শ্রীঅঙ্গে মাখিব। বিদায়—বিদায় পার্থ—
দ্বাপরের কৃষ্ণলীলা আজি অবসান।

যবনিকা